

শাস্তি সুন্দরের অনিবার্য অভ্যর্থনা কবিতা

# গোলাপুক

বিশেষ সংখ্যা

তোর নয়, কবিতাই খুলবে সময়  
তোমার হাতে এই পৃথিবীর চাবি  
**স্বপনের আগল ভাসি শব্দের দৈরথে**  
বিবেকের দরজার কড়া নাড়ি কবিতায়  
প্রাণে প্রাণের অনুরণন কবিতায়  
সবর খুলেছে কবিতার সময় এখন এগোবার  
জঙ্গিদের পিঠে কবিতার চাবুক  
পতিত মানবতার কবিতা আবাদ

শাশ্বত সুন্দরের অনিবার্য অভ্যর্থন কবিতা

# গালাঙ্গু

আবৃত্তি উৎসব ২০১৯  
বিশেষ সংখ্যা

পতিত মানবতায় কবিতা আবাদ



২৪ ও ২৫ জুলাই ২০১৯  
সমাজবিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তন  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

# গালাঙ্গু

আবৃত্তি উৎসব ২০১৯  
বিশেষ সংখ্যা

২৪ ও ২৫ জুলাই ২০১৯  
সমাজবিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তন  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা উপদেষ্টা  
মাহমুম আহমেদ

সম্পাদনা  
মাসুম বিজ্ঞাহ আরিফ

সম্পাদনা পর্ষদ  
দীপ্তি বিশ্বাস  
বোরহান উদ্দিন রববানী  
ফরহাদ হাসান  
মাহবুব এ রহমান

প্রচ্ছদ  
মনিরুল মনির

আর্ট অ্যান্ড প্রোডাকশন  
খড়িমাটি  
ফোরক ম্যানশন ঢয় তলা  
কদম মোবারক সেইন, ৩৫ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম  
সেলুলার : ০১৭১১ ৯০৩২১২

যোগাযোগ  
চাকচু ভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শুভেচ্ছা মূল্য ১০০ টাকা

কালান্তর | ০২



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ

## উৎসর্গ

যাদের শ্রম-ঘাম, মেধা-হলন  
আর আবেগ-ভালোবাসায়  
আবৃত্তি মধ্যের পথচলা।

## সূচিপত্র

কবিতা যখন চেতনার দরোজায় কড়া নাড়ে, মহীবুল আজিজ	০৭
আবৃত্তি ও নাটকের খুচরো বক্ষা, শীর বরকত	১২
পতিত মানবতায় কবিতা আবাদ, শাহুম আহমেদ	১৭
আবৃত্তিচর্চার প্রসারতা : প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ, ফারাক তাহের	২১
আবৃত্তিশিল্পী হওয়ার জন্য যে লেখাটি না পড়লেও কতি নেই, রিয়াজুল কবির	২৫
আবৃত্তিচর্চা: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, মাসুম বিজ্ঞাহ আরিফ	২৭
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মধ্যের সাংগঠনিক ইতিবৃত্ত	৩৩
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মধ্যের নিয়মিত আয়োজন	৪০
অষ্টম উৎসবে অভিথিলের মন্তব্য	৪৫
চবি আবৃত্তি মঝ সম্মাননা : এক নজরে	৫৭
চবি আবৃত্তি মঝ সম্মাননা ২০১৯ : সেলিমা হোসেন	৬৭
নবম আবৃত্তি উৎসব কমিটি ২০১৯	৭১
অনুষ্ঠানসূচি ২০১৯	৭৪

## সম্পাদকীয়

মানবজীবনে শিল্প-সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। যখনই এই উপাদানে কোন ঘাটতি দেখা দেয় কিংবা শিল্প-সংস্কৃতির জগতে আদর্শিক স্থলে ঘটে, তখন আবশ্যিকভাবেই মানুষের মনুষ্যত্ববোধে টান পড়ে। ফলশ্রুতিতে অমানবিকতার চৰ্চা ওর হয় এবং সেটি সমগ্র সমাজকে গ্রাস করে।

পতিত মানবতার বিবর্ণ সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ কবিতাকে করেছে মানবিক সমাজ বিনির্মাণের হাতিয়ার। আমাদের প্রত্যাশা, মানবতার পতিত ভূমিতে শব্দের মালা তথা কবিতা আবাদের মধ্যদিয়ে মানবিকতার বৃক্ষ ফুল-ফুলে গড়ে তুলবে সোনার বাংলা- বাংলাদেশ, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি।

প্রতিষ্ঠানিক আবৃত্তি চৰ্চার শ্মারক কালান্তরক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চের মুখ্যগ্রন্থ বলা যেতে পারে এ প্রকাশনাটিকে। কালান্তর চৰি আবৃত্তি মঞ্চের প্রায় সমান বয়সী। আবৃত্তি উৎসব-ঘণ্টিট এ ছোট কাগজটির পূর্ব ছয়টি সংখ্যা ছিলো আবৃত্তির ইতিহাস, উচ্চারণ, ছন্দ, আবৃত্তি নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ভিত্তিক প্রচেষ্টা। কালান্তর-এর ৭ম সংখ্যাটি এবার আমরা সাজিয়েছি আবৃত্তি মঞ্চের ইতিহাস আর প্রাসঙ্গিক লেখার সমন্বয়ে। দেড় যুগেরও অধিক বয়সী এই সংগঠনের অতীত সংরক্ষণের একটি অনবদ্য প্রয়াস বলা যেতে পারে এ সংখ্যাটি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চের ৯ম আবৃত্তি উৎসব উপলক্ষে বের হলো এবারের কালান্তর। সমসাময়িক হেফ্ফাপটে শিল্প-সংস্কৃতি চৰ্চায় প্রাসঙ্গিক কয়েকটি লেখা এতে প্রতিষ্ঠিত হলো। লেখকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। প্রকাশনাটি একটি সমন্বিত পরিশ্রমের ফলাফল, এর সফলতার কৃতিত্বও সকলের। তবে, ভুল-কৃতি আর অসংগতির দায় একান্তই সম্পাদনার।

## কবিতা যখন চেতনার দরোজায় কড়া নাড়ে

মহীবুল আজিজ

দিনটি ছিল অবশ্যই শুক্রবার। আমাদের ফারসি এবং আরবি শেখানোর মণ্ডলানা ওবায়েদুল্লাহ খুব সকালবেলা এসেছিলেন। অন্যদিনের চাইতে আধা ঘণ্টা আগে। আমাকে এবং আমার বড় ভাইকে এক ঘণ্টা ফারসি এবং ত্রিশ মিনিট আরবি শেখাতেন। একটা মজার বিষয় ছিল তাঁর। দরজা খুলতেই (ধরা যাক সেদিন শনিবার) বেশ জোরের সঙ্গে বলতেন- শুভবেহ। এভাবে আমাদের মনে গাঁথা হয়ে যায়- শুভবেহ, ইয়েকশ্মবেহ, দোশ্ম বেহ, সেশ্ম বেহ, চাহারশ্মবেহ, পাঞ্চশ্ম বেহ এবং সেদিন ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সাল- জ্যৈষ্ঠ। এই দিনটির কথা আর ভোলা হয় না। ভুলতে পারি না মণ্ডলানা ওবায়েদুল্লাহকেও- এখনও ভাসে তাঁর সেদিনকার সকালবেলার গলা- জ্যৈষ্ঠ।

তখন শুক্রবার সাম্মানিক ছুটির দিন ছিল না, ছিল রোববার। আমরা দুই ভাই, দুটো মোটা কাপড়ের ব্যাগে বইখাতা ভরে নিয়ে রমনা সিঙ্গেটের গলি, টেরিবাজার, বিক্রিরহাট পুলিশ বিট এবং তারপর, লালদীঘি, লালদীঘির মাঠ, রঙ্গম সিনেমার গলির রাস্তা, পশ্চ হাসপাতাল এসব পেরিয়ে স্কুলে চুকে পড়ি। আমাদের চট্টগ্রাম সরকারি মুসলিম হাই স্কুলটা রাস্তার বিপরীত দিক্কার বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনটার একেবারে উচ্চে দিকেই। ব্যাংকের দিকটাতে গেলে দেখতাম নতুন টাকার বাণিজ হাতে বসে আছে কিছু লোক। ভাবতাম, মাগো কত বড় লোক এরা। পরে জানা হয়, ওরা গরিবই, যদিও ওদের হাতে ধরা নতুন নোটের বাস্তিল। কত-কত দিন আমিও আমার দেওয়া ছেঁড়া, তালিলালা নোট ওদের কাছ থেকে পাল্টে নিয়েছিলাম। ক্লাসরুমে চুকবার কিছুক্ষণ পরেই নোটিস এলো, আজ ক্লাস আর হবে না, সাসপেন্ড। আমাদের এক বছরের সিনিয়র ক্লাস টেনের একজনের কাছে জানা গেল কারণ- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। একটু পরেই আমাদের শ্রেণি-শিক্ষক সান্তার স্যার কুমু এসে জানালেন, দেশের পরিস্থিতি খুবই খারাপ, কখন কি হয় বলা যায় না। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আমরা যেন যার-যার ঘরে থাকি। বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বের না হই এবং কোথাও মানে পাড়ায় রাস্তাঘাটে আড়তায় না মেতে উঠি। দুই ভাই বাড়ির পথ ধরি।

ফেরার সময়, ঠিক ফেরার সময় আমি আর আমার বড় ভাই একটুক্ষণের জন্যে থমকে দাঁড়াই লালদীঘির মাঠটার সামনে এসে। পাশ ঘেষে পাহাড়ের ওপর রাস্তা চলে গেছে কোতোয়ালি থানার দিকে। বামে খুরশিদমহল সিনেমাহলের বিড়িটা দেখা যায়। মাঠের ওপারে স্কুল জিমনেসিয়াম এবং সেখান থেকে গুমগুম শব্দ শোনা যায় প্রায়ই। ওটার গা ঘেষেই চট্টগ্রাম জেলাকারাগার ভবন। ভেতরে রাজ্যের চোর-ডাকাত-বাটপারের আড়তা- আমরা সেরকমটাই ভাবতাম তখন। মাঠের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল ভাবি- ঠিক এক মাস আগেকার একটি দিনের ছবি। ১৪ জুন শনিবার ছিল সেদিন। পরদিন স্কুল বন্ধ ছিল। আগের দিন বঙ্গবন্ধু আসবেন চট্টগ্রামে, যাবেন আমাদের স্কুলের পাশ দিয়ে। শুধু যাবেন-ই না, আমাদের স্কুলের ছাত্রদের বলে দেওয়া হয় আগের দিন- আমরা নির্বাচিত ছাত্ররা থাকবো মধ্যে। বঙ্গবন্ধুকে ফুলের মালা ও স্তবক দেওয়া হবে। অন্যরাও থাকবে মাঠ ঘিরে। তারপর সেদিনটি যে কী এক উন্নেজনা আর আকর্ষণ বয়ে আনলো। ভাবা যায়- বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে রয়েছি আমরা! আমার পাশে আমাদের এক ক্লাসের নিচের ছাত্র আইয়ুব বাচু (বিখ্যাত গায়ক), হাছান মাহমুদ (পরে রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রী) এবং আরও কত চেনা-অচেনা মুখের ভিড়। মধ্যে ছিলেন জহুর আহমেদ চৌধুরী, আখতারজামান বাবু, মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং আরও অনেকে।

গোটা মাঠ, চারদিককার রাস্তা, পাহাড়ের গা সর্বত্র লোকারণ্য। একটা হালকা নীল রঙের মাসিডিজ বেঞ্জ গাড়ি থেকে নেমে এসেছিলেন তিনি। জুলাইলেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। পরনে সফেদ পাজামা-পাঞ্জাবি আর মুজিব কোট। মিনিট বিশেক ছিলেন তিনি- ১৪ জুনের সেই প্রথম আলোকের দিনটি দুম্ব করে ১৫ তারিখ শনিবার একটা কালো অঙ্ককার বিশালাকার মেঘ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মাথার ওপরে। দাঁড়িয়েই থাকলো। চারপাশে গম্ভীরতা বিরাজমান। একটা চাপা আতঙ্ক, ভয় আর অস্পষ্টির আবহ। ঘরে এলে বাবার গলা, আর্মি আসছে দেশে। রাস্তাঘাটে ভিড় করে গঁজ করবে না। বাবা বলতেন, শয়তানগুলো হত্যা করছে বঙ্গবন্ধুকে, বুবাবে বঙ্গবন্ধু কী জিনিস ছিল। কিন্তু আমি চোখের সামনে থেকে সরাতে পারি না ঠায় দাঁড়ানো দীর্ঘকায় স্মিত হাসিমুখ ভিড়ের মধ্যমণি দেশ-জাতির অবিস্বাদিত সেই মহাপুরুষের ছবি- কানের কাছে বাজে তাঁর শেষ কর্তৃপক্ষ- জয় বাংলা। তিনি চলে গিয়েছিলেন সেদিন রাতামাটির কাউখালির দিকে বেতুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন করবার জন্যে। একবার দেখি তাঁর উজ্জ্বল হাসিমুখ, পরক্ষণে সেই মেঘ আর রক্তাক্ত নিশ্চল হত্যায়জ্ঞের মারাত্মক আহাসন। এভাবেই আমাদের কাল কেটে যেতে থাকে। স্কুলের চৌহান্দি পেরিয়ে আমরা কলেজের দিনে এসে উপনীত হই। কলেজের স্বাধীন গতায়তের সেই নিন্দণিতেই সম্পর্ক আইএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র থাকাকালে একটি কবিতার বই আমার হাতে আসে- বাংলার মাটি বাংলার জল।

একটা কবিতায় যাকে বলে লিঙ্গ হওয়া, সেরকম একটা কবিতার সঙ্গে লিঙ্গ হয়ে

রাইলাম। অনেকক্ষণ ধরে পাঠ করি কবিতাটা এবং একবার দুইবার অনেকবার- ‘আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিন’। পড়ে মনে হলো, আরে তো সেইসব কথায় পূর্ণ যেসব কথা আমারই মনের মধ্যে ঘূরপাক খাচ্ছিল সেদিন ১৫ আগস্ট শুক্রবার যখন ক্লু থেকে অসময়ে বাড়ি ফিরতে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি ঐতিহাসিক লালদীঘির মাঠের সামনে। কানে ভাসে মুহূর্মুহু একটি বাক্য- অমোঘ নিঃশব্দ বজ্র হয়ে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। পৃথিবীর কত-কত কবির কত-কত কবিতা আমি পাঠ করেছি (পাঠ করিন তারও অধিক) কিন্তু এই কবিতাটিতে এসে আমার মনে হয় চট্টগ্রাম কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আমার কাছে ঠিক সেদিন কবিতাটির পাঠ সমাপ্তকরবার মুহূর্তে মনে হয়েছিল, একটি মাইল ফলকের সামনে এসে দাঁড়ানো গেল। কবিতাটিতে এসে বহুদিন ধরে পথ হেঁটে গম্ভৈর্যে পৌছানোর একটুখানি স্বত্তি পাওয়া গেল। বহুদিনকার অস্বত্তি কেটে গেল মনের কন্দর থেকে।

কবিতাটির রচয়িতা নির্মলেন্দু গুণ। কিন্তু পড়ে মনে হয়েছিলো, বহুদিনকার একটি অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। কবিতাটিকে মনে হলো, কবিতাটা লিখতে আমিই চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম এক অপরিণত কালে। ক্লুর ছাত্র আমার পক্ষে সেদিন ঐরকম একখানা কবিতা রচনা করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু ঐরকম একটি কবিতা অব্যক্ত আকারে ঠিকই আমার মধ্যে ছিল। এরপর থেকে যখনই কবিতাটা পড়ি বা কবিতাটার কথা ভাবি, মনে হতে থাকে সেটি আমারই রচনা। কবি গুণ আমাদেরকে, আমরা যারা সেই নির্মল হত্যায়জ্ঞের পরে যে-কোনো কারণেই হোক উৎক্ষিপ্ত হতে পারিনি, ফেটে পড়তে পারিনি বিশাল ক্ষেত্রের আগুনে তাদের কাছে মনে হয়, এই কবিতাটি আমাদের অকৃতজ্ঞতা এবং আমাদের লজ্জা থেকে রক্ষা করেছে আমাদের সবাইকে। কবিতাটি প্রথম পাঠের ঠিক চল্লিশটি বছর পেরিয়ে গেল। ২৬ লাইনের এ-কবিতাটি যেন ২৬ মার্চকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। একটি ভয়ংকর হত্যায়জ্ঞের প্রতিবাদে এক স্বাধীন সন্তার নিরব ফেটে পড়া এই কবিতা। এবং কবিতাটির স্বত্বকস্থ্যা ৭- ইতিহাস আমাকে ইশারা দেয়- মার্চ মাসের ৭ তারিখ, মনে আছে তো! নিশ্চয়ই মনে আছে। হয়তো সমাপ্তনই- কবিতাটির শিরোনামে পর-পর সাজানো ৬টি শব্দ- মনে পড়ে ৬-দফার কথা। জানি না কবিতাটির স্বষ্টি এতসব ভাবনা মাথায় রেখেই কবিতাটি লিখেছিলেন কিনা।

কবিতাখনির বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞরা করতে পারেন কিন্তু আমি সাধারণ পাঠক মাত্র। শাদামাঠা চোখেই এসব আমি অবলোকন করি। প্রথম স্তবকে গোলাপ, রেসকোর্স এবং শেখ মুজিব একসঙ্গে হাজির। দ্বিতীয় স্তবকে শহীদ মিনার, রক্তাঙ্গ ইট এবং শেখ মুজিব। তৃতীয় স্তবকে ‘সমবেত’ জনতা, সদ্যফোটা পলাশ ফুল এবং শেখ মুজিব। চতুর্থ স্তবকে শাহবাগ আভিন্ন, ঝর্ণার আর্ত স্বর এবং শেখ মুজিব। পঞ্চম স্তবকে সাহসী স্বপ্ন, শেষ রাত এবং শেখ মুজিব। ষষ্ঠ স্তবকে বসন্তের বটমূল, ব্যথিত মানুষ, না-ফোটা কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরি, আসন্ন সন্ধ্যার কালো কোকিল এবং গোলাপ-পলাশ।

সর্বশেষ স্তবকে বেদনাপূর্ণ ভালোবাসার বার্তা। গোটা কবিতায় শ্রবণশব্দ ‘শেখ মুজিব’। বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্তের পরে প্রবল স্বৈরাচারী আবহের মধ্যে কবিতাটির ‘শেখ মুজিব’ যেন একটি প্রতিবাদী-শৈলীক স্নেগান হয়ে বাজে। ফিনিশীয় সঙ্গীতকার সিবেলিয়াসের কোনো-কোনো সঙ্গীতের মতন গঙ্গীর-ধারালো-ক্ষুক আর্তি নিয়ে শোকের উদ্যাপন নিষ্পত্তিকে বয়ে নিয়ে যায় নির্মলেন্দু গুণের এ-কবিতা।

একসময়ে নিজেকেও জড়িয়ে পড়তে হয় লেখালেখির সঙ্গে। পড়তে হয় অনেকানেক ধরনের রচনা। পড়ি অল্ট হাইটম্যানের (১৮১৯-১৮৯২) কবিতা- একটি- দু'টি নয় সম্ভবত চার/পাঁচটি কবিতা। সবই ১৮৬৫ সালের ১৪ এপ্রিল সংঘটিত আত্মাহাম লিঙ্কন হত্যাকানের পর লিঙ্কনের শোকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসার এলিজি বা গুণের মতন বিন্দু আত্মার প্রকাশ। হাইটম্যানের দু'টো কবিতা সত্য অন্যরকম এক আবেগ সৃষ্টি করে- ‘ও ক্যাপ্টেন, মাই ক্যাপ্টেন’ এবং ‘হোয়েল লাইলাক লাস্ট ইন দ্য ডুরিয়ার্ড ব্লুড’। প্রথমটাতে কবির প্রিয় নায়কের হিমঠাণা মৃতদেহের প্রতীক এবং দ্বিতীয়টিতে এক অবিসংবাদিত দেশনায়কের মৃত্যুতে শোকাহত মানুষের গোলাপ আর লাইলাক ফুলের অর্পণ এবং তাঁর নায়কের নানা চিত্রকল্প- সবই শোকের। গুণের কবিতা আমাকে হাইটম্যানকে মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু তাঁর এ-কবিতা প্রকাশে ও চারিত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ব্যক্তিগত ও জাতিগত শোকানুভূতি ইতিহাস, সমকাল আর প্রকৃতিকে ছাপিয়ে যেন এক বিশালাকৃতি শোক-মেঘ হয়ে স্থির রয়েছে। সেই স্থিরতা অবিরামের, সেই শোক-মেঘ কোনোদিন হবে-না বর্ষণের। চলমান সময়ের একটি রৈখিকতার মধ্যে যতটা সম্ভব ইতিহাসের অভিঘাত এনে জাতির জনকের ব্যক্তিত্বকে সেখানে সংস্থাপনের এক অসাধারণ নৈপুণ্য দেখান কবি।

মনে রাখা প্রয়োজন, তখন সেই সমকালে চারদিকে বৈরী বাতাস। তৈরি-করা ও পূর্বপরিকল্পিত এক মনগড়া ইতিহাসের অভিনয় কেবলই উন্মোচিত হয়েছে কয়েকজন সূত্রধরের ছয় তৎপরতায়। এমনই সে বৈরী সময় যে কবির গোলাপ-পলাশ মৃত্যুগামী এবং তাঁর চোখে পড়া জলের ঝর্ণা আর্তনাদে ঝিল্লি ও স্ফূর্ততাবিহীন। সেই প্রহরাময় সময়ে ছুরু সূত্রধরদের পাপকর্মকে চ্যালেঞ্জ করবার মত লোকও বুঝি সাহস হারিয়ে গৃহবন্দি। তখন একজন সৃজনশীল কবিই প্রথম চ্যালেঞ্জ করলেন একটি কবিতা দিয়ে- নিরব নম্র প্রায় মৌল শোনা যায় কি যায় না এমন তার শ্রুতি কিন্তু কবিতাটি ঐরকম নিরব সংস্থান থেকেই হয়ে পড়ে উৎক্ষিপ্ত, হয়ে পড়ে ক্ষোভ, হয়ে পড়ে পুনরায় জেগে উঠেবার প্রক্তৃতির জন্যে আহ্বান। কবিতাটি উচ্চলানী নয়, পূর্বপির এক আশ্চর্য সাবলিমিটি এর বহুমানতায় অনুভূত হয়। মূলত একটি ব্যক্তিগত স্টেটমেন্ট এটি। একটি দিনের কয়েকটি চলমান দৃশ্যচিত্রের বিবরণ। একটি দিনই একটি বিশাল ইতিহাসের চাপকে কাঁধে বয়ে নেয় এ-কবিতায়। আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে নিশ্চয়ই কবিতাটি অন্যরকম এক সংলগ্নতায় আমার মধ্যে প্রতিফলন ঘটায়। সেই সমকালে বহু-বহু মানুষের কথা বলা যাবে যাঁদের সকলেরই

জীবনাভিজ্ঞতার একটি বিপুল উপাদান ‘শেখ মুজিব’। জীবনাভিজ্ঞতাই কী ইতিহাস নয়!

জানি কবিতাটি যখন লেখা হচ্ছে তখন হত্যাকারীরা তাদের হাত ধূয়ে মুছে সাফ করে নিয়েছিল। আর কোনোরকম সুগন্ধ ছাড়াই হত্যাকারীদের হত্যার হাত ছিল কলঙ্কমুক্তই। কবিতাটি যখন আমি পাঠ করছিলাম তখনও হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায় আর তাদের সেই অস্তিত্বের প্রবল উপস্থিতিতে কবির বাণী “আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিন” বড় করুণ হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। কিন্তু ইতিহাস এমনই যে তা ব্যক্তি রচনা করলেও তার গতিমুখ সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়ে, বেপথু শ্রান্তকে প্রবল প্রতাপে ঠিক খাতের অভিমুখে বয়ে নিয়ে যেতে পারে কেবল ‘সমবেত জনতা’। সেদিন সেই সমবেত জনতা, শোকস্তক জনতা নিরবে অধোবদন হয়ে ওনেছিল কবির কবিতাখানি। কিন্তু কালক্রমে কবির ‘সাহসী স্বপ্ন’ যখন একসময় সমবেত জনতারও ‘সাহসী স্বপ্নে’ পরিণত হয় তখন আর কবিতাটি কেবলই ‘ভালোবাসার কথা’ হয়ে থাকে না, হয়ে ওঠে ভালোবাসার অধিকণ।

আজও এই কবিতাটিকে আমার কাছে মনে হয় এক সুন্দর অঞ্চলিগিরি- যে-কোনো সময় যেটি ঘটাতে পারে উদ্ধীরণ।

মে ২০১৯

লেখক : বিশিষ্ট সাহিত্যিক, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

## আবৃত্তি ও নাটকের খুচরো কথা মীর বরকত

### ক. নান্দনিক আবৃত্তি প্রযোজনা

আবৃত্তি প্রযোজনা সম্পর্কে নানারকম ধারণা প্রচলিত আছে। এ পর্যন্ত কোন একটি ধারণাকে দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত বা সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। কারো মতে, একটি সুনির্দিষ্ট বক্তব্য সংবলিত কবিতার প্রস্তুতি আবৃত্তি প্রযোজনা হতে পারে না। ভিন্ন মত হলো, সাহিত্যের যে কোন উপাদানের স্মৃতি নির্ভর পাঠ বা নান্দনিক উচ্চারণ সুগ্রহিত বা বক্তব্য-সমূহ হলে তাকে আবৃত্তি প্রযোজনা নামে অভিহিত করা যায়। এক্ষণ বহুমুখী ব্যাখ্যা বা যুক্তি দ্বারা আবৃত্তি প্রযোজনার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে বিতর্ক চলে আসছে। এসব কথার বিভাস্তি এড়িয়ে বলা যায়, বাংলাদেশের আবৃত্তি ক্ষেত্রের সামগ্রিক রূপকল্প ও তা বাস্তবায়নের পছন্দ অনুসন্ধান একান্ত জরুরি।

উপর্যুক্ত বিষয়টি অনুধাবনের দায়িত্ব আবৃত্তি দলগুলোর কর্তৃব্যক্তি ও নির্দেশকদের এবং সকল দল সমন্বয়ে গঠিত শক্তিশালী ফোরামের নেতৃত্ব গ্রহণকারীদের উপর বর্তায়। তাদের উপর অর্পিত কর্ম সম্পাদনে তারা কী পরিমাণ আন্তরিক এর উপর নির্ভর করছে আবৃত্তির ভবিষ্যৎ। তবে চলমান সময়ের আবৃত্তি আন্দোলনের প্রধান ধারা আবৃত্তি প্রযোজনা হওয়ায় একে অবহেলা করার কোন সুযোগ থাকছে না।

প্রযোজনা শব্দটির ব্যবহার রেডিও, টেলিভিশন, সিলেমা, মঞ্জুনাটকের সীমানা অতিক্রম করে আবৃত্তিতেও যুক্ত হয়েছে। পূর্বে একক ও দলবদ্ধভাবে আবৃত্তি করলে তাকে একক-আবৃত্তি ও বৃদ্ধ-আবৃত্তি অভিহিত করা হত। এখন একক বা দলবদ্ধ দুটি ক্ষেত্রেই প্রযোজনা শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যে কোন ধরনের আবৃত্তির প্রাথমিক শর্ত হলো বিষয় নির্বাচন। যে বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে প্রস্তুতি ও সম্পাদনা করা সহজ হয়ে উঠে। সুস্থিতি ও সংযোগী সম্পাদনা-ক্রিয়া সম্পর্কে প্রযোজনার বাঁধন আঁটসাট থাকে। স্বরের প্রকৃতি ও বাচন ভঙ্গি অনুযায়ী পারফর্মার নির্বাচন প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এক্ষেত্রে সামান্যতম পক্ষপাতিত্ব বা ত্রুটি সমগ্র প্রযোজনার মান অবনয়নে ভূমিকা রাখে। প্রস্তুতিপর্ব চলাকালীন অনুসন্ধের কথাও ভাবতে হয়। আজকাল আবৃত্তি প্রযোজনাতে আলো, পোশাক, সেট, মিউজিক লক্ষণীয় ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মূল

বিষয়বস্তু বা কাব্যবঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তবানুগ অনুসঙ্গ ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় প্রয়োজনাটি শুভিসুখকর ও দ্রষ্টিনদন না হয়ে ক্যারিক্যাচারসমৃদ্ধ ও হাস্যকর সার্কাসে পরিণত হয়। এর ফলে প্রয়োজন উপস্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে পড়ে।

একটি প্রয়োজনার মূল লক্ষ্য বক্তব্যকে প্রাপ্তবন্ত করে শ্রোতা-দর্শকের নিকট উপস্থাপন করা। সাহিত্যের যে সকল উল্লেখযোগ্য পাঠ মানব মনে সংঘরণ করা প্রয়োজন সেগুলোকে মানসম্পন্ন বাচনশৈলীর সাহায্যে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা দরকার। এ অনুশীলন মানুষের রূচির স্তর উন্নীতকরণ, মানবিক চর্চার পথ উন্নুকরণ ও শিল্পবোধ বিকাশের জন্য সহায়ক হয়ে উঠে। আমাদের কমিটিমেটের কোন অভাব নেই। কিন্তু কোন পদ্ধতি অনুসরণের ফলে শিল্পীতি অঙ্গুঘ রাখা যায় এবং নতুনতর সম্ভাবনার দ্বারা উন্মোচিত হয়, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ফলে আবৃত্তি প্রয়োজনার দ্বারা প্রায়শ ব্যাপক হারে দর্শক শ্রোতাকে আকৃষ্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে কোন কোন আবৃত্তি প্রয়োজনা মাইল ফলক হিসাবে এ দেশের আবৃত্তির বিস্তারকে অনেক দূর পর্যন্ত টেনে আনতে সক্ষম হয়েছে একথা নির্বিধায় বলা যায়। ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হলে এ দেশের আবৃত্তির অঙ্গন নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হবে।

একটি আবৃত্তি প্রয়োজনা মানুষের মনে বিশেষ ক্রিয়া ঘটালে যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় তাতে আবৃত্তির মূল গতি-প্রকৃতির সাথে শ্রোতাও উদ্বেলিত হয়ে উঠে। দেশ, মানুষ ও সমাজের স্পর্শকাতর বিষয়গুলি সঠিক ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনার দ্বারা ব্যক্ত হলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঘোষ স্থাপিত হয়। এ রকম বেশ কিছু প্রয়োজনা এ দেশের আবৃত্তির জগতকে প্রসারিত করেছে। প্রসঙ্গত 'মানুষেরা মানুষের পাশে' ও 'ভাষার লড়াই আবৃত্তি পালা' প্রয়োজনা দুটির নাম উল্লেখ করা যায়। প্রথমোক্ত প্রয়োজনায় অসহায় মানুষের বক্ষণার বিবরণ, প্রতিরোধস্পৃহা ও জাগরণের কথা মর্মস্পন্শী বর্ণনায় প্রাপ্তবন্ত করে তোলা হয়েছে। শিল্পী নির্বাচন, গ্রন্থাগার, কোরিওগ্রাফি, আবহঙ্গীত, আলো ও পোশাক ব্যবহারের চমৎকারিত কাব্যবঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে প্রয়োজনাটিকে সার্থক করে তুলেছে। 'ভাষার লড়াই' প্রয়োজনার নির্দেশনা কর্মের সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে প্রতিটি মঞ্চয়নকালে শ্রোতা-দর্শকের তাৎক্ষণিক উপলব্ধি-তরঙ্গ অবলোকনের সৌভাগ্য হয়েছে। বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নিজ ভাষাকে অবলম্বন করার জন্য হাজার বছরের সংগ্রামের ইতিহাসভিত্তিক একটি সাধারণ ও দীর্ঘ ছড়া এ প্রয়োজনার বিষয়বস্তু। ছড়াকারের ইঙ্গিত অনুসরণ করে দেশাভ্যোধক সংগীত ও দেশজ আঙিকের কোরিওগ্রাফির সংযোজন প্রয়োজনার মানকে যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীত করে। এ যাবৎ দেশের বিভিন্ন স্থানে আবৃত্তি প্রয়োজনাটি পনেরো বার মঞ্চয়ন হলেও দর্শক শ্রোতার আকর্ষণের-তীব্রতা হ্রাস পায়নি। কাজেই উপস্থাপন-রীতি সৌকর্যের কারণে একটি সাধারণ মানের ক্ষিপ্ত মানব-হৃদয়ে অনন্য প্রতিক্রিয়া ঘটাতে

সক্ষম হয়। আমাদের বাচিক মাধ্যম মোটেই দুর্বল নয়। সঠিক প্রয়োগকৌশল উত্তোলনের দ্বারা যে কোন আবৃত্তি প্রয়োজনার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব।

#### ৪) নাটকের শুভিক্রিপ্ত

আবৃত্তির নব নব উত্তোলন সমৃদ্ধ উপস্থাপনে এ শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও প্রসার ঘটেছে। শুধু কবিতা পাঠের মধ্যে আবৃত্তির সীমা নির্ধারণের প্রাচীন ধারণার বিলুপ্তি ঘটেছে সেই কবে থেকে। প্রবন্ধ, গল্প, চিঠি থেকে শুরু করে নাটকও উঠে আসছে আবৃত্তির উপাদান হিসেবে। সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আবৃত্তি সংগঠনগুলো এ ব্যাপারে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এসব সংগঠনের নির্দেশকেরা তাদের আধুনিক ও বিকশিত ভাবনার প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন বহু আবৃত্তি প্রয়োজনায়।

কবির একান্ত অনুভূতি ও ভাবনার প্রতিফলন ঘটে তার কবিতায়। ভাব রস ছন্দ অলঙ্কারের মাধ্যমে কবির অন্তর্লোকের আনন্দ-বেদনা ও সুখ-দুঃখের ছবি ঝুটে উঠে। কবিতা পাঠে পাঠকের মনে জেগে উঠে অপর একটি অনুভূতির শিহরণ, মন্তিকে জাহাত হয় ভিন্ন ধরনের গভীর চিন্তা। কবি এবং পাঠকের মনে একইরূপ ভাব ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটার নিষ্ঠাতা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কবিতার বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের মূল সূত্রটি অনুসরণে উভয়ের মধ্যে মেলবন্ধন আশা করা যায়। আবৃত্তিকার যখন কবিতাটি পাঠ করে শোনাবেন, তখন সেখানে ভিন্নতর কোন প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। কবির আশাতীত ও অতিরিক্ত কোন ব্যঙ্গনা সৃষ্টি হতে দেখা যায় এরূপ ক্ষেত্রে।

শুধু সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নাটক লেখা হয় না। তাকে অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চের দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করাই মূল লক্ষ্য। সে জন্য নাট্যকার নাটকটিকে সাজান দর্শকের কথা মাথায় রেখে। একজন নির্দেশক ঐ নাটকটিকে নিজস্ব ভাবনার মাধ্যমে নবৰূপে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করেন। নট-নটির বাচিক ও শারীরিক অভিনয়, নৃত্য-গীত, বাদ্যযন্ত্র, আবহঙ্গীত, মঞ্চসজ্জা, আলোক প্রক্ষেপণ ইত্যাদির মাধ্যমে নির্দেশক নবতর শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস চালান যা কেবল নাটক পাঠের সময় অনুভূত হয় না। মঞ্চ নাটকে বাচিক অভিনয় ছাড়াও শিল্পী চক্র, মুখমণ্ডল, হস্তপদ ও সমস্ত শরীরকে ব্যবহার করতে পারেন। কথোপকথনকালেও কিছু কিঞ্চিত অবসরে হাঁটাচলা, উঠাবসা, দৃষ্টি নিষ্কেপ, দৃষ্টি বিনিময়, হাত-পা ও শারীরিক ইঙ্গিত ইত্যাদির সাহায্যে অভিনয় করে থাকেন। তাতে তিনি অভিনয় মঞ্চের পরিপূর্ণ ব্যবহারের এবং আবহঙ্গীত ও আলোর সঙ্গে একিতান সৃষ্টির সুযোগ পান।

ইদানিং নাটক বা কাব্য নাটকের শুভিক্রিপ্ত উপস্থাপন করা হচ্ছে সেটিকে আবৃত্তিরই ভিন্নরূপ বলা যায়। এক্ষেত্রে শিল্পী কেবল স্বর-প্রক্ষেপণের দ্বারা অভিনয় করার সুযোগ পান। চক্র, মুখমণ্ডল, হস্ত-পদ এবং শরীর ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু দর্শক উপস্থিতিতে বাচিক অভিনয় করতে হয় বলে একেবারে নৈব্যক্তিক দৃষ্টি ও নির্জিব শারীরিক ভাব প্রদর্শনের সুযোগ থাকছে না। ফলে তাকে চক্র, হস্ত ও

শরীরের মাধ্যমে অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে হচ্ছে। কিন্তু কোনোক্রমেই তা মঞ্চাভিনয়ের মতো নয়। কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে আবৃত্তিকারকে যে শারীরিক ছন্দ প্রদর্শন করতে হয় নাটকের শুভ্রিগুপ্ত উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। সুতরাং মঞ্চাভিনয়ের স্বরপ্রক্ষেপণ এবং শুভ্রিগুপ্তের স্বরপ্রক্ষেপণের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকে। মঞ্চাভিনয়ে চরিত্রানুগ বাকভঙ্গি প্রয়োগ করতে হয়, শুভ্রিগুপ্তে সুর ও গতির সমন্বয়ে ভিন্ন ধরনের বাকভঙ্গি প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে। রেডিও নাটকে অভিনয় এবং মঞ্চে শুভ্রিগুপ্তের ক্ষেত্রেও বাকরীতির পার্থক্য নির্ণয়ের প্রয়োজন রয়েছে। কেলনা রেডিওতে শুধু দূর থেকে কানে শোনার উপর নির্ভর করতে হয় খোতাকে। কিন্তু মঞ্চের শুভ্রিগুপ্ত খোতার সমুদ্ধেই উপস্থাপিত হওয়ার ফলে খোতার মানসিক অবস্থান অনুরূপ থাকে না। যেমন- টেলিভিশনের নাটক ও মঞ্চ নাটকের পরিবেশ ও অবস্থানের ভিন্নতার কারণে বাকভঙ্গি ও উপস্থাপন রীতিতে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান।

মঞ্চনাটক এবং মঞ্চে শুভ্রিগুপ্তের মাধ্যম ভিন্ন হওয়ায় একই শিল্পীকে একই নাটকে ভিন্নতর বাকভঙ্গি ও স্বরভেদের প্রয়োগ ঘটাতে হয়। এ সম্পর্কে সুষ্ঠু প্রায়োগিক ধারণা না থাকার ফলে অনেক প্রয়োগকারী বিভ্রান্তিতে পড়েন। একজন মানসম্পন্ন অভিনেতা যে ভাল আবৃত্তি করতে পারবেন তার যেমন নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না, তেমনি উচ্চদরের কোন আবৃত্তিকার অভিনয় কুশলী হবেন সে কথা নির্বিধায় বলা যায় না। তবে কেউ কেউ আছেন যারা আবৃত্তি ও নাটক উভয় মাধ্যমে সমান পারদর্শী। চর্চা ও নিষ্ঠার দ্বারা দুই মাধ্যমেই তারা দক্ষতা প্রদর্শনে সক্ষম হন।

নাট্যাভিনয় দেখা ও শোনার ব্যাপার হলেও আবৃত্তি শুধু কানে শোনার বিষয়। মঞ্চে সাধারণত অভিনেতাকে চলমান অবস্থায় দেখা যায়, অথচ আবৃত্তিশিল্পীকে নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট বা দণ্ডযামান অবস্থায় দেখা যায়। সেক্ষেত্রে আবৃত্তিশিল্পীর কর্তৃনিস্ত বাণী শুধু শুনলেই চলে না, তাকে দেখতেও পাওয়া যায়। কিন্তু তার কর্তৃনিস্ত বক্তব্যের সাথে শারীরিক ছন্দের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় না। একজন খ্রোতা তাকে যেভাবে দেখতে পান, ত্বরিত সে ভাবে তার কথাগুলো শুনতে পান না। কেবল কথার ছন্দ, অর্থ, ভাব কানে শুনে খ্রোতাকে অনুধাবন করতে হয়। সে জন্য আবৃত্তিশিল্পীর কর্তৃস্বরের প্রস্তুতি, স্বর-প্রক্ষেপণরীতি, ভাব-রস-ছন্দ জ্ঞান, নির্মাণ কৌশল ইত্যাদির ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন হতে হয়। খ্রোতার কর্ণসুরে মর্মবাণী পৌছে দেওয়ার মত সার্থক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। অপরদিকে অভিনয়শিল্পীকে একমাত্র স্বরের উপর নির্ভর করতে হয় না। তাই একই নাটকের অভিনয় ও আবৃত্তির ক্ষেত্রে বাকরীতি, বাক প্রক্ষেপণ ও উপস্থাপন কৌশলের বৈচিত্র থাকা বাস্তুনীয়।

#### গ. নাটকের বাচিক উৎকর্ষ

নাটকের প্রধান আঙ্গিক কথা। নাট্যান্দরে ত্রিয়াশীল সকল কর্মের ভিত এটি।

নাট্যকারের রচিত কথামালায় প্রাগসংবাদ করে অভিনয়শিল্পী। নাটকের মূল ভাবনা পরিস্কৃটনের লক্ষ্য নির্দেশকের পরামর্শানুযায়ী অভিনেতাবৃন্দ বৈচিত্রপূর্ণ বাক প্রক্ষেপনে সচেষ্ট থাকেন। এক্ষেত্রে বক্তব্যটি পরিষ্কার করার দায়িত্ব শিল্পী। চরিত্রানুগ বাকভঙ্গি প্রয়োগ ও বক্তব্য পরিস্কৃটনে অভিনেতার দক্ষতা অর্জন জরুরি। অন্যান্য Performing art-এর তুলনায় এ দেশের নাটক যথেষ্ট অগ্রসর। বিষয় নির্বাচন, প্রক্ষেপণরীতি, আঙ্গিকের ব্যবহার এ সমস্ত বিষয়ে উন্নতির মাত্রা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শব্দ প্রক্ষেপণে ক্রটির মাত্রা প্রায়শ সীমা অতিক্রম করে। ফলে দৃশ্য ও শ্বাবের সামঞ্জস্যহীনতা দর্শক-শ্রোতার কর্ণপীড়নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য ব্যাপারে অভিনেতা এবং নির্দেশক যথেষ্ট সচেতন থাকলেও বাচিক উৎকর্ষ সাধনে ব্যর্থতা নাটকের সামগ্রিক মান ক্ষুণ্ণ করে। এরূপ মাত্রাতিরিক্ত শব্দদূষণে ভালো নাটকের ভাগ্যও অপ্রসন্ন হয়ে পড়ে।

একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের প্রয়োজনায় কিংবা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে নাটকের বৈচিত্রপূর্ণ নিরীক্ষা চলে। এ ধরনের নব নব নীরিঙ্গা দর্শক-শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে এটাও অনশ্বৰীকার্য। তবে প্রমিত বাংলা শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ, আঞ্চলিক বাকের শুধু উচ্চারণ-প্রচেষ্টা, ইংরেজি বা বিদেশি শব্দের উচ্চারণে আড়িষ্টা, অঙ্গু-অস্পষ্ট ও বেসুরো উচ্চারণ শিল্পীদের অঙ্গতার পরিচয় বহন করে। তাছাড়া ধ্বনির রূপ প্রকাশে অভিনেতার অনভিজ্ঞতা দর্শক-শ্রোতাকে নাটকের প্রকৃত তান হতে বিচুত করে। অভিনেতাকে অনুধাবন করতে হবে, প্রতিটি ধ্বনির নিজস্ব রূপ রয়েছে। সেই রূপের সর্বোচ্চ প্রকাশ শিল্পীর কষ্টে উদয়াটিত না হলে শব্দের বা বাকের অর্থ অনুসরণে দর্শক ব্যর্থ হয়। সেজন্য নাট্যকলা বিভাগের নাটকগুলি মঞ্চায়নের পূর্বে উচ্চারণ ও প্রক্ষেপণ শক্তির উন্নয়ন সাধনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। অস্পষ্ট ও অপূর্ণাঙ্গ উচ্চারণে উপস্থাপিত নাটক রাসোভীর্ণ হতে পারে না।

বাচিক শিল্পের কর্মী হিসেবে লক্ষ্য করেছি, ইদানিং কোন কোন নাট্যদল থেকে কনিষ্ঠ কর্মীদের বাচিনিক কর্মশালায় প্রেরণ করা হয়। এটি নাটকের পূর্ণ বিকাশের জন্য ভৌষণ উপকারী। তবে ব্যাপারটি কেবল কনিষ্ঠদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অপেক্ষাকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন জ্যেষ্ঠ কর্মীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত। নাটকের পরিপূর্ণ সার্থকতার লক্ষ্য প্রস্তুতি পর্বে বাচিক চর্চায় মনোনিবেশ নাট্যদলের সকল কর্মীর জন্য বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন।

লেখক : প্রশিক্ষক, নির্দেশক ও আবৃত্তিশিল্পী, অধ্যক্ষ, কর্তৃপক্ষ

## পতিত মানবতায় কবিতা আবাদ

### মাছুম আহমেদ

মানুষ স্বার্থপর। প্রায় সকল দার্শনিকই এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত। তারা এও মনে করেন, স্বার্থপরতা মোটেও দোষশীয় নয়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এই স্বার্থপরতা অস্তিত্বীন। একটি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করলেই একথার প্রমাণ মেলে। শিশুর কান্না ওর স্বার্থ জানান দেওয়ার হাতিয়ার। শিশুটির কোনো প্রত্যাশার আহবান কান্নার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। ‘আমার সেটি চাই-ই চাই’ এমন মনোবৃত্তিই শিশুর ক্ষেত্রে পরিদৃশ্য হয়। এ স্বার্থপরতা মানুষের প্রকৃতিজাত স্বাভাবিক আচরণ। তবে, বড়দের বেলায় এই একমুখি স্বার্থপরতা ব্যক্তিভেদে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কিংবা আত্মস্বার্থের প্রশংসে একই ব্যক্তির মধ্যেও ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান তৈরি হয়। এমনটি হয় ব্যক্তির যুক্তিবোধের কারণে। এ বোধের কারণেই ব্যক্তির নিজের মনের মধ্যে উপলক্ষ্মির একটি আয়না নির্মিত হয়। ওই বোধ যত গভীর হয় তার মনের আয়না তত স্বচ্ছ হয়। ব্যক্তি তখন সহজেই নিজের স্বার্থের সমান্তরালে অন্যের বাসনা-কামনাকেও উপলক্ষ্মি করতে পারে। যুক্তি-বুদ্ধির আশ্রয়েই মানুষ তার একমুখি স্বার্থের পশ্চত্তৃত্বিত জয় করে মনুষ্যবৃত্তির পথে এগিয়ে যায়। একটি শিশুর মধ্যে যুক্তিবোধের অক্তুরোদগম হলেও সেই বোধ পরিপূর্ণ হয় তার অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোয়। একইভাবে একজন মস্তিষ্কবিকৃত ব্যক্তির মধ্যে সেই বোধ জাহ্নত থাকে না বলেই তার স্বার্থ কেবল আত্মামুখি হতে পারে।

যুক্তিবোধ নির্মাণের একটি অনন্য হাতিয়ার হলো গণিত। অপরাপর সব বিজ্ঞানের মধ্যে যুক্তিবোধ নির্মিতির উপাদান থাকলেও গণিতে সেই উপাদান সরাসরি কাজ করে। তাই গণিত-পরিসংখ্যান যুক্তিবোধ গঠনে এবং প্রকান্তরে মনের ভেতরে আয়না তৈরির ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। তবে, মনের ভেতরে ভূবন তৈরির ব্যাপারে আরো ভিন্নিপূর্ণ ভূমিকা রাখে শিল্পকলা তথা শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা। মনের ভেতরে ভূবন নির্মাণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার আত্মজিজ্ঞাসা, মনন এবং প্রকান্তরে নিজেকেই ত্রুটাগত আবিক্ষার করে। শিল্পকলা, সাহিত্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেকে চেনার বোধ শাগিত হয়। শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ভাবনার দিগন্ত সুবিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত করে। এ ভাবনার তীক্ষ্ণতা মানুষ তথা প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তোলার পারদর্শিতা-

দক্ষতায় পরিপূর্ণ। ‘শেবের কবিতা’য় প্রথম দেখার পর অমিতের চোখে লাবণ্যকে ফুটিয়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন: “দুর্লভ অবসরে অমিত তাকে দেখলে। পৃথিবীতে হয়তো দেখবার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখবার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।” প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনার মাহাত্ম্য মেলে রবিঠাকুরের এমন বক্তব্যে। লাবণ্যের কষ্টস্বর বর্ণনায় তিনি লিখলেন: “এ যেন অমুরি তামাকের হালকা ধোয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসছে- নিকোটিনের বাঁজ নেই, আছে গোলাপ জলের স্পন্দন গন্ধ।” মনের ভেতর ভূবন নির্মাণের অনন্য ক্ষমতাই আলোচ্য বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেপথ্য শক্তি। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমেই তাঁর সেই শক্তি প্রশংসিত হয়েছে।

আত্ম-উপলক্ষ্মি আর আত্মজিজ্ঞাসার পথরেখায় ব্যক্তি নিজেকে সমাজের অপরাপর মানুষের বিপরীতে স্থাপন করে এবং কখনো কখনো নিজেকে অন্যের মধ্যে স্থাপন করে নিজেকে গভীরভাবে চেনার প্রয়াস পায়। এমন ব্যক্তি হয়ে ওঠে নিজের অন্যতম সমালোচক। একজন সভ্য মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এ সমালোচনা অনিবার্য ও অপরিহার্য। ধরা যাক, কবিতার কথা। একজন কবি কবিতার মধ্য দিয়ে নিজেকেই প্রকাশ করেন। অন্যের আয়নায় কিংবা ভেতরের ভূবনে স্পষ্ট হওয়া নিজের মানচিত্রাই চিত্রিত হয় কবিতায়। কবিতাকে তাই আমরা নাম দিতে পারি ‘আত্মবিশ্লেষণ’। প্রথ্যাত ব্রিটিশ কবি ও সংস্কৃতি-সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ডও মনে করেন কাব্য হলো-“ক্রিটিসিজম অব লাইফ”。 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতেও কাব্য মানে- “লাইফস কমেন্টারি ইনভার্স”。 তবে, শুধু কবিতা নয়, আত্ম-উপলক্ষ্মির বোধ নির্মাণে শিল্পসাহিত্যের অপরাপর সকল উপাদানেরই অশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান।

শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা মানুষকে আরেকটি অনন্য উপাদান সরবরাহ করে। সংস্কৃতিবান মানুষ সময়কে তথা সমাজকেও বুঝতে পারে, বিশ্লেষণ করতে পারে। সমাজের রুচি, অবক্ষয় আর প্রকৃত অগ্রগতি বুঝবার ক্ষমতা ও দক্ষতা বিনির্মাণে শিল্প-সংস্কৃতির ভূমিকা অভিভাবক সুলভ। সমাজ বাস্তবতা বোঝাবার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বশীলতার বোধও তাড়িত হয় একজন শিল্পমনক মানুষের মধ্যে। শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর সামাজিক দায়ই সভ্যতা নির্মাণের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। সংস্কৃতিবান তারণ্য সেই দায় মননে ধারণ করে নেতৃত্ব দেওয়ায় উদ্দীপ্ত হয়। রাজনীতির প্রকৃত পাঠ উৎঘাটনে তারণ্য তখন আগ্রহী হয় এবং জনমানুষের জন্য আত্মনিয়োগের বাসনাবোধে উজ্জীবিত হয়। শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায় দারিদ্র তাই তারণ্যকে রাজনীতির প্রকৃত নির্যাস থেকে বাঁচিত করে তাদেরকে রাজনীতি বিমুখ করে তোলে। পরিতাপের বিষয় কয়েক বছর আগে ব্রিটিশ কাউন্সিলের এক গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশের ৭৪ শতাংশ তরঙ্গই রাজনীতি বিমুখ। সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ নির্মাণে এ তথ্য কোন ক্ষত বার্তা বহন করে না। বলাবাহ্য, একটি দেশের অবগাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত উন্নতির চেয়ে মানবিক-রাজনৈতিক তারণ্য গঠন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে তরঙ্গদের জন্য

সুন্দর আগামী নির্মাণের চেয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে বর্তমান তরঙ্গদের শিল্প-সংস্কৃতির দৃঢ় সংস্পর্শে গড়ে তোলা অধিকতর জরুরি। মুক্তিবুদ্ধি বা যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন এবং মানবিক তারুণ্য গড়া গেলে দেশ আপনা-আপনি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।

যুক্তিবোধ মানবিকবোধে উন্নীত হয় শিল্পকলার চৰ্চায়। শিল্পকলার পাঠ্য যত বেশি, মনের ভেতর ভুবন তৈরির ক্ষমতা তার তত বেশি। আর ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল মনে করেন, মনের ভেতর ভুবন তৈরির ক্ষমতা যার যত বেশি, দুঃখ-কষ্ট বা যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার তত বেশি। জার্মান দার্শনিক আর্থার শোপেনহাওয়ারও একই মত পোষণ করেছেন। তিনি মনে করেন, শিল্পকলার চৰ্চা মানুষের মননে প্রতিনিয়ত সৌন্দর্যবোধের বীজ বোনে। আর সেই বোধ অঙ্ক আত্মস্বার্থের কামনা-বসনার বিরুদ্ধে পরার্থবাদের বাঁধ নির্মাণ করে। এতে মানুষের অপ্রাপ্তিজনিত অপূর্ণতার শোক অন্যের স্বার্থের জন্য কাজ করার শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শোপেনহাওয়ারের আগেও আরেক জার্মান ভাববাদী ফ্রেডেরিক শেলিং শিল্পকলার শক্তির জয়গান গেয়েছেন। তিনি বলেছেন, শিল্পকলায় প্রাঞ্জ একজন ব্যক্তি অন্য যেকোনো বিষয়ে জানী ব্যক্তির চেয়ে সবসময় উচ্চ অবস্থান পাওয়ার যোগ্য। কেবল তিনি মনে করেন, একজন শিল্পী পুরো বিশ্বজগতকেই উপলব্ধি করতে পারেন যেখানে অন্যরা কেবল খণ্ডিত জগতের উপলব্ধিতেই সীমাবদ্ধ।

বিশ্বজগতের উপলব্ধিক্ষম মানুষ সহজেই আত্মস্বার্থকে তুচ্ছতুল্য বিবেচনা করতে পারে। বোধের গভীরে প্রবেশের মধ্য দিয়ে সেই মানুষ সৃষ্টির রহস্য তেদ করায় মনোনিবেশ করে। একটি উচ্চতর আনন্দ সেই মানুষকে সবসময় জড়িয়ে থাকে। এই অপার আনন্দের তৃণি মানুষের একমুখি আত্মস্বার্থপরতার স্বাদকে তেতো করে তোলে। বিখ্যাত অস্ত্রীয় মনস্তাত্ত্বিক সিগমুন্ড ফ্রয়েড সেই তৃণিকেই উচ্চতর আনন্দ বা হাইয়েস্ট প্লেজার নামে অভিহিত করেছেন। এ কাতারে তিনি রেখেছেন বিশ্বখ্যাত ইতালীয় চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চিকে। একটি নিখুঁত চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে ভিঞ্চি যে আনন্দ ঝুঁজে পেয়েছেন তা বৈষয়িক আপাত কোন স্বার্থ চরিতার্থের সঙ্গে তুলনা চলে না। আত্মস্বার্থের আপাত তৃণিকে ফ্রয়েড তাই নিম্নতর আনন্দ বলে অভিহিত করেছেন। নিম্ন কৃচির মানুষই কেবল সেই তৃণিতে তাড়িত হয়ে সোচির পেছনে পেছনে ছোটে। শিল্প-সংস্কৃতির চৰ্চা মানুষের সেই তাড়নাকে সংকীর্ণ প্রতিপন্থ করে মানবিক বোধ জাহাত করে।

গ্রিক দার্শনিক প্লেটোও তাই মনে করেছেন। তাঁর মতে, কামনা-বাসনা আর আবেগের দুটি দানব সবসময় আমাদের মনের মধ্যে আত্মস্বার্থের প্রযোদনা যোগায়। এ দানবদুটো নিজের আপাত তৃণির ক্ষেত্রে একেবারেই অক্ষ। দানবিক এ উপাদান দুটোকে কেবল একটি অক্ষ দিয়েই বশ করা যায়। প্লেটো এই অক্ষের নাম দিয়েছেন যুক্তি বা প্রজ্ঞা। তিনি মনে করেন, যুক্তির আলোই কেবল মানবিক বোধ নির্মাণ করতে পারে, যার মাধ্যমে অক্ষ দুই দানবকে কড়া শাসনে রাখা যায়।

সুতরাং, যুক্তিবোধের মানবিক হাতিয়ার তৈরির অনন্য মাধ্যম হলো শিল্পকলা বা শিল্প-সংস্কৃতির চৰ্চা। এ চৰ্চা যত কমবে মানুষ তত পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। একইভাবে শিল্পচৰ্চা ব্যাহত হলে মুখ থুবড়ে পড়বে মানবতা। পতিত মানবতায় শিল্পকলার বিনির্মাণই বাসযোগ্য মানবিক পৃথিবী গড়ার একমাত্র বিকল্প হতে পারে।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; প্রধান উপদেষ্টা, চবি আবৃত্তি মন্দি।

## আবৃত্তিচর্চার প্রসারতা : প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ ফারক তাহের

প্রয়োগশিল্প বা পারফর্মিং আর্ট হিসেবে আবৃত্তি আজ মর্যাদার আসনে। আবৃত্তিইন কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আজ আর ভাবাই যায় না। উপরন্তু, আবৃত্তি স্বতন্ত্র শিল্প ও আধা পেশাদারী শিল্প হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে অনেকদিন ধরে। একটা সময়ে আবৃত্তি চর্চা ছিল শৈধিন কিংবা আধা শৈধিন সংস্কৃতি চর্চা। বড় কোন সাংস্কৃতিক আয়োজনে গান কিংবা নৃত্যের ফাঁকে কিয়ৎ বিরতকালে আবৃত্তিকার সুযোগ পেতেন পর্দার অন্তরালে থেকে আবৃত্তি করতে। ধীরে ধীরে শিক্ষিত-আধাশিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মকূহরে আবৃত্তিকারের কর্তৃমাধুর্য আলোড়ন সৃষ্টি করতে থাকে। সমাজের একটা শ্রেণীর কাছে তা দিন দিন প্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ফলে পর্দার অন্তরালে বা মঞ্চের আবছা অঙ্ককার স্থান থেকে অচিরেই আবৃত্তিকারের স্থান হয় জনসমক্ষে ও মঞ্চের আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে। এতে আবৃত্তি চর্চার প্রসারতা যেমন বাড়তে লাগল, তেমনি আলাদা শিল্প হিসেবে তা শ্রেতামঙ্গলীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে আর বেশি সময় লাগল না। নামী আবৃত্তিশিল্পীরা সমাজীর বিনিময়ে মঞ্চের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং বেতার-টেলিভিশনে আবৃত্তি করার সম্মান অর্জন করেন। এতে আবৃত্তির একটি পৃথক শিল্পমূল্য তৈরি হয়ে যায়।

আবৃত্তি চর্চার প্রসারতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখে আসছে দলভিত্তিক বা সাংগঠনিক চর্চা। দেশের প্রথম আবৃত্তি সংগঠন কোন্টি-তা নিয়ে এখনও বিতর্ক থাকলেও ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় বাংলাদেশের প্রথম সংগঠন ‘আবৃত্তি সংসদ’ প্রতিষ্ঠিত হয় বলে ধরে নেওয়া হয়। সভাপতি ড. মনিরুজ্জামান এবং সম্পাদক হন দিলওয়ার হাসান। এ সময় অসংখ্যজন আবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ শিল্পে জোয়ার বয়ে আনেন। সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁদের নামোন্নেখ করা যাচ্ছে না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জাগৃতি’ ও ‘অভিযুক্তি’কেও সমসাময়িক আবৃত্তির সংগঠন হিসেবে মনে করেন কেউ কেউ। কিন্তু এ দুটি সংগঠন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। আবার অনেকেই খুলনা থেকে প্রথম সাংগঠনিক আবৃত্তি চর্চার শুরু হয় বলে দাবি করে থাকেন। আবৃত্তির প্রথম সংগঠন যেটাই হোক না কেন, এ শিল্পের প্রসারতার ক্ষেত্রে যে সাংগঠনিক চর্চাই অঞ্চলী ভূমিকা রেখে আসছে তাতে দ্বিমত থাকার কথা নয়। ৮০’র

দশক থেকে ৯০’র দশকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি আবৃত্তি সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তন্মধ্যে অনেকগুলো সংগঠন এখনও দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এ কথা অনন্ধীকার্য যে, আবৃত্তিচর্চার প্রসারতার ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের আবৃত্তি সংগঠনগুলো দক্ষতা ও সূজনশীলতা সর্বজনপ্রাপ্ত হয়ে উঠেছে। সাংগঠনিক চর্চার পাশাপাশি শিশু-কিশোর ও যুবাদের নিয়ে আবৃত্তির ‘স্কুলিং সিস্টেম’ চালু করে চট্টগ্রামের বেশ কয়েকটি সংগঠন এ শিল্পের প্রসারতার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করছে। একটানা ৩ দিন থেকে ৫ দিনব্যাপী আবৃত্তি উৎসব করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের আবৃত্তি সংগঠন ও শিল্পীদের বড় সমাবেশ একমাত্র চট্টগ্রামেই হয়ে থাকে। এতে করে প্রসারমান এ শিল্পটির ভিত্তি দিন দিন সুন্দর হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এক সমীক্ষায় দেখা গেছে-ঢাকার চেয়ে চট্টগ্রামেই অধিকসংখ্যক আবৃত্তি উৎসব, অনুষ্ঠানসহ নালামাত্ক আয়োজন হয়ে থাকে। উৎসব-অনুষ্ঠানের মান নিয়ে যেমন এখনকার সংগঠনগুলো আপোষ করে না, তেমনি উৎসব ও অনুষ্ঠানকেন্দ্রীক প্রকাশনার মান নিয়েও এখানে কোন ধরনের আপোষকামীতা চলে না। এক্ষেত্রে সাধ্যাতীত ঋদ্ধ প্রকাশনাটি (পোস্টার, আমত্রণপত্র, ম্যাগাজিন, ফোন্ডার ইত্যাদি) করার মানসিকতা পোষণ করে দলগুলো। এতে বিশেষ এই শিল্পটির প্রসারতা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি সাধারণ দর্শক-শ্রেতাদের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবৃত্তি শিল্পকে শিশু-কিশোর ও তরুণদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে চট্টগ্রামে আশির দশক থেকে অঞ্চলী ভূমিকা রেখে আসছে বোধন আবৃত্তি পরিষদ। পরবর্তীতে দলভিত্তিক আবৃত্তি চর্চা করে সুবীজানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্বরূপত্তি, চর্চা ইত্যাদি। আশির দশকের শেষ দিকে এবং নবাই দশকের শুরুর দিকে গঠিত হয় চারুবাক বাচিক চর্চা কেন্দ্র, প্রমা আবৃত্তি সংগঠন, ত্রিতরঙ আবৃত্তি দল, দৃষ্টি চট্টগ্রাম, উদীরণ আবৃত্তি নীড়, অঙ্গন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ধ্বনি, চট্টগ্রাম আবৃত্তি একাডেমী, মুকুধৰ্মনি আবৃত্তি সংসদ, শব্দাঙ্গন, অন্যর সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন। তন্মধ্যে কয়েকটি সংগঠন এখন আর চর্চার সাথে জড়িত নেই। বিংশ শতাব্দীর সূচলাগুলো যাত্রারত করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ। এর দুই বছর পরেই শুরু হয় উচ্চারক আবৃত্তি কুঞ্জের কার্যক্রম। তারও প্রায় ৬ থেকে ৮ বছর পর প্রতিষ্ঠিত হয় তারঞ্জের উচ্ছাস, স্বপ্নযাত্রী প্রভৃতি। তবে বর্তমান সময়ে নিয়ত চর্চার দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে-বোধন আবৃত্তি পরিষদ, প্রমা আবৃত্তি সংগঠন, উচ্চারক আবৃত্তি কুঞ্জ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ, তারঞ্জের উচ্ছাস, অঙ্গন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, দৃষ্টি, চট্টগ্রাম, ত্রিতরঙ আবৃত্তি দল, মুকুধৰ্মনি আবৃত্তি সংসদ, শব্দনোঁড় আবৃত্তি সংগঠন, স্বপ্নযাত্রী, নির্মাণ আবৃত্তি সংগঠন, নরেন আবৃত্তি একাডেমি। গত ৪-৫ বছরের মধ্যে চট্টগ্রামে জন্ম নিয়েছে আরো বেশ কয়েকটি আবৃত্তি সংগঠন। তমধ্যে স্বরনন্দন, স্বদেশ আবৃত্তি সংগঠন, বিভাস, কষ্টনীড়, স্পৃহা আবৃত্তি নীড়, অ্যাট্রিকের নাম উল্লেখযোগ্য। নিয়মিত-অনিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে এমন সংগঠনগুলো

হচ্ছে-চট্টগ্রাম আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র, সুচয়ন লিলিটকলা একাডেমি, বর্ষ আবৃত্তি পাঠশালা, শৈশব বাচিক চর্চা কেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু আবৃত্তি পরিষদ, ঐকতান পরিবার, ঐকতান গোষ্ঠী, চট্টগ্রাম আবৃত্তি একাডেমি, কুন্নন। এর বাইরেও আরো বেশ কয়েকটি আবৃত্তি সংগঠন রয়েছে, যাদের কার্যক্রম তেমন চোখে পড়ে না।

আবৃত্তি শিল্পকে দেশের সর্বত্রই বিকশিত করার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে বিগত ২৬ বছর আগে দেশের সে সময়কার প্রতিনিধিত্বশীল আবৃত্তি সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ। কালে কালে এই পরিষদের পরিসরটি বড় হতে হতে তা আজ একটি বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে বলা চলে। বর্তমানে দেশের প্রায় ৪০০টি আবৃত্তি ও সংস্কৃতিক সংগঠন এই পরিষদের সভ্য। জাতীয় ও আঞ্চলিকভাবে আবৃত্তি উৎসব ও আবৃত্তি কর্মশালা আয়োজন করে সমন্বয় পরিষদ এ শিল্পের প্রসারতার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে চলেছে। পাশাপাশি প্রতিটি গণতান্ত্রিক ইন্সুলে ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বন্ধতা পালন করে যাচ্ছে। একইসাথে বলা যায়-প্রায় বছর কৃতি-বাইশ আগে চট্টগ্রামের আবৃত্তি সংগঠনগুলোর আঞ্চলিক মোর্চা সমিলিত আবৃত্তি জোট, চট্টগ্রামের যাত্রারম্ভ হলো এ শিল্পের প্রসারতার ক্ষেত্রে শুরুর দিকে উল্লেখ করার মতো ভূমিকা রাখতে পারেনি। তবে বিগত কয়েক বছর ধরে আবৃত্তির বৃহত্তর এই সংগঠনটি চট্টগ্রামের একক সংগঠনগুলোর মধ্যে সৌভাগ্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সংস্কৃতি বজায় রাখতে সেতুবন্দের ভূমিকা পালন করে আসছে। এবং নিয়মিত আবৃত্তির অনুষ্ঠান ও উৎসব আয়োজন করে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

চট্টগ্রামে আবৃত্তি চর্চার প্রসারতার ক্ষেত্রে চারটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যে অঞ্চলী ভূমিকা পালন করে চলেছে তা উল্লেখ করতেই হয়। প্রতিষ্ঠান তিনি/চারটি হচ্ছে- জেলা শিল্পকলা একাডেমি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম। এ প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে আবৃত্তি চর্চা এবং এর প্রসারতার ক্ষেত্রে। জেলা শিল্পকলা একাডেমি ও শিশু একাডেমি দীর্ঘদিন ধরে দুই বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স চালু রেখে আবৃত্তি চর্চাকে বেগবান করেছে। প্রতিবছর এ দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল সংখ্যক শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণী আবৃত্তিবিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করে পরবর্তীতে তা তাদের বাস্তব জীবিকা ও জীবনচারে প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। সচেতন অভিভাবক মহলেও এর প্রভাব রয়েছে বলা চলে। যে কারণে শিল্পের অন্যান্য শাখার মতো আঞ্চলী শিক্ষার্থীরা সমানতালে এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তি করে যাচ্ছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র প্রায় নিয়মিত আবৃত্তির অনুষ্ঠান ধারণ ও প্রচার করে এ শিল্পের প্রসারতায় অনবন্দ্য ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক কার্যালয়ও কবিতাপাঠ ও আবৃত্তির জন্য নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রযোজন করে আসছে। যা এ শিল্পের প্রসারে ব্যাপক ছাপ ফেলছে।

এ কথা বলতে দিখা নেই যে, আবৃত্তি চর্চার প্রসারতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন আবৃত্তি সংগঠন ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অধীনে আবৃত্তি শেখা ও নিয়মিত চর্চা করে চলেছে সহজে হেলে-মেয়ে। পরবর্তীতের এদের সকলে আবৃত্তি শিল্পী হয়ে না উঠলেও আবৃত্তি কর্মী ও আবৃত্তির শ্রেতা হয়ে উঠছে- তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। চট্টগ্রামে যে সংগঠনগুলো নিয়মিত কর্মশালার আয়োজন করে থাকে সেখানে দল বেঁধে ছেলে মেয়েরা কোর্স করতে আসে। অনেক সময় অভিভাবকেরাই তাদের সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে আসেন শুক্র উচ্চারণ শেখাবার জন্য। ইদানীংকালে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার দ্রুত প্রসারতার কারণে বাংলা ভাষার শুক্র উচ্চারণ ও উপাস্থাপন কৌশল জানবার জন্য এক শ্রেণির তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। ভিজুয়াল মিডিয়ায় কাজ করার মানসিকতা থেকেও অনেকে আবৃত্তি ও শুক্র উচ্চারণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে নিজেকে তৈরি করেন। আখেরে হয়তো কেউ কেউ সুযোগও পেয়ে যাচ্ছেন ভিজুয়াল মিডিয়ায়। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামেও এই সংখ্যা কম নয়। ফলে গ্রুপ থিয়েটার চর্চার চেয়ে আবৃত্তি চর্চার দিকেই ঝুকছে এ প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা। এ ছাড়া দেশি-বিদেশি বড় কোম্পানিগুলোতে চাকরি নেবার আগে শিক্ষিত শ্রেণির একটি অংশ নিজেদের উচ্চারণ ও কথা বলার চং শুক্র করবার জন্যও আবৃত্তিশিল্পী-সংগঠনের দ্বারা সহজে হচ্ছে। এতে করে প্রসারমান এ শিল্প আরো বেশি অগ্রসর হচ্ছে। তবে আবৃত্তির প্রসারতার ক্ষেত্রে সংগঠনগুলোর আর্থিক সীমাবদ্ধতা দূর করতে হবে। বিগত ৭-৮ বছর ধরে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় দেশের নিয়মিত নাটক, আবৃত্তি, নৃত্য ও সঙ্গীতদলগুলোকে আর্থিক অনুদান দিয়ে আসছে। পরিমাণে যত কম-বেশি হোক না কেনো, সরকারের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে দেশীয় সংস্কৃতিচর্চায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

লেখক: সত্তাপত্তি- উচ্চারক আবৃত্তি কুঞ্জ, প্রশিক্ষক- জেলা শিল্পকলা একাডেমি, সিনিয়র রিপোর্টার- বাংলাদেশ প্রতিদিন।

## আবৃত্তিশিল্পী হওয়ার জন্য যে লেখাটি না পড়লেও ক্ষতি নেই

### রিয়াজুল করিব

আবৃত্তি প্রাচীনতম শিল্পগুলির অন্যতম। মানুষ যখন থেকে গল্প বা কাহিনী বলতে শিখেছে বলতে গেলে আবৃত্তির উৎপত্তি তখন থেকেই। অতীতে আবৃত্তিকারদের সমাজে বিশেষ স্থান ছিলো। যা এখনো বর্তমান। প্রাচীন ধর্মীয়গ্রন্থ থেকে শুরু করে, পুর্খি এবং আধুনিক সময়ের কবিতা পাঠ সবই আবৃত্তির অংশ। যেহেতু শিল্পের শিকড় অনেক গভীরে তাই আবৃত্তি শিল্পীর ভিত্তিও হওয়া চাই মজবুত।

সাধারণ চোখে আবৃত্তি শেখা সবচেয়ে সহজ। বই দেখে দেখে পড়ে গেলেই হলো। আসলেই কী তাই? আবৃত্তি মানে ভরাট গলায় শুধু পড়ে যাওয়া নয়। আবৃত্তি হলো কবিতার মূলভাব ব্যক্ত করা এবং কবি আসলে কি বুঝাতে চেয়েছেন তা অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। এর জন্য শুধু কবিতা পড়াই যথেষ্ট নয়, বরং একজন আবৃত্তি শিল্পীর শিল্প সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় বিচরণ থাকা জরুরী। একই সাথে দরকার কঠোর অনুশীলন।

একজন আবৃত্তি শিল্পীকে শুধু আবৃত্তি শিখলেই হয় না জানতে হয় অনেক কিছু তরঙ্গ আবৃত্তি শিল্পীর আবৃত্তি শেখার শুরুর দিকে নিচের বিষয় গুলো খেয়াল রাখতে পারেন। না রাখলেও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

১. চর্চা চর্চা চর্চা। চর্চার কোনো বিকল্প নেই। আপনি যতই প্রতিভাবান হোন না কেন প্রচুর অনুশীলন ছাড়া আবৃত্তি শিল্পী হওয়া সম্ভব নয়। আপনি প্রতিভাবান হলে খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারবেন। কিন্তু কোনো বিষয়ে ‘ক্ষিল্ড’ হতে হলে সেটা অবিরত চর্চা ছাড়া সম্ভব না।

২. নিয়মিত পড়ার অভ্যাস। আবৃত্তির জন্য আপনাকে পড়তেই হবে, হয় বই পড়বেন না হয় পিছিয়ে পড়বেন। এই পড়ার কোনো সিলেবাস নেই। বিশ্ব সাহিত্য থেকে শুরু করে ইতিহাস, ভূগোল, সংবাদপত্র সবই এই পড়ার অন্তর্ভুক্ত। যার জ্ঞান যত গভীর, সে কবি আসলে কী বলতে চেয়েছেন তাতো ভালোভাবে বুঝাতে পারবে, এবং আবৃত্তির মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তুলতে পারবে।

৩. বলতে হলে শুনতে হবে। বলা হয়ে থাকে যে, আবৃত্তির জন্য আমাদের যে অঙ্গটি সবচেয়ে বেশি কাজ করে তা হলো আমাদের কান। আমরা যেটা শুনি সেভাবেই উচ্চারণ করতে বা বলতে চেষ্টা করি। এটা আমাদের অবচেতন মনেই হয়ে থাকে। তাই নবীন আবৃত্তি শিল্পীদেরকে প্রচুর আবৃত্তি ও সংবাদ পাঠ শুনতে হবে। প্রমিত উচ্চারণ শুনতে আমাদের অবচেতন মন সেটা আয়ত্ত করে নেবে। আবার আবৃত্তি নির্মাণের ক্ষেত্রেও এর অভাবনীয় সুবিধা ভোগ করবেন।

৪. ব্যক্তির চেয়ে সংগঠন বড়। বাংলাদেশের আবৃত্তি চর্চা মূলত সংগঠন নির্ভর।

তাই মঞ্চে ওঠার চাইতে মঞ্চ তৈরি করে দেওয়ার কাজে বেশি মনোযোগী হোন কারণ আবৃত্তি হোক বা অন্য কোনো শিল্প, শেখার সবচেয়ে বড় সুযোগ এখানেই থাকে। অনেক আবৃত্তি শিল্পীরা পর্দার আড়ালে কাজ করেন। তাদেরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করা, যা তার অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।

৫. বিনয়ী হোন। গাছে ফলের পরিমাণ যত বেশি হয়, গাছ ততই নুইয়ে পড়ে। আর আবৃত্তি শিল্প যেহেতু শুরু কেন্দ্রিক, তাই বিনয়ী হবার কোনো বিকল্প নেই। আপনি হয়তো জানেন যে আপনি অনেক ভালো আবৃত্তি করেন। কিন্তু সেটা নিজে না বলে অপরকে বলতে দিন। একই ভাবে অন্যকে আবৃত্তি নিয়ে পরামর্শ দেবার সময়ও সর্তক থাকা প্রয়োজন যাতে নিজের ‘হামবড়া’ ভাবপ্রকাশ না পায়।

৬. প্রস্তুত না হয়ে মঞ্চে না ওঠা। আবৃত্তি করতে হলে মঞ্চে উঠতেই হবে কিন্তু অপ্রস্তুত অবস্থায় একজন আবৃত্তি শিল্পীর মঞ্চে উঠে যাওয়া তার শিল্পী জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। কলমের গাছে স্বল্প সময়েই ফলের দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু ঝাড়ের প্রথম ধাক্কাতেই তা উপড়ে পড়ে কারণ তার শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করেনি। অন্যদিকে বীজ থেকে জন্ম নেওয়া গাছ একটু দেরিতে ফল দিলে ওটা ঝাড়-ঝাপটা সামাল দিতে পারে অন্যায়ে, আর ফলও দেয় দীর্ঘদিন ধরে। একজন আবৃত্তি কর্মী থেকে আবৃত্তি শিল্পী হয়ে ওঠাও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। একটা কর্মশালা করে দু'চারটি কবিতা পড়তে পারা মানেই আবৃত্তি শিল্পী হয়ে যাওয়া নয়। চর্চা চালিয়ে গেলে মঞ্চে উঠার সুযোগ সঠিক সময়ে এমনিতেই আসবে।

৭. সন্তা জনপ্রিয়তায় ভোলা চলবে না। আজকাল অন্যান্য অনেক শিল্প মাধ্যমের মতো আবৃত্তিতে শর্টকাট উপায়ে আবৃত্তি শিল্পী হবার একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে, যা শিল্প ও শিল্পী উভয়ের জন্যই অত্যন্ত ক্ষতিকর। শিল্পী হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় ফাঁদের নাম সন্তা জনপ্রিয়তা। ‘সন্তা’ এ জন্য যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা আপনাকে প্রশংস্য ভাসাচ্ছে তাদের বেশিরভাগেই আবৃত্তি সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা নেই। তারা আপনার গলার কাঁপুনি দেখেই আবৃত্তির মান বিচার করে ফেলবে। তাই তাদের প্রশংসা পেয়ে আপনি হয়তো আপনার আবৃত্তির মান নিয়ে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতে শুরু করতে পারেন, যেটা ভবিষ্যতে আপনার শিল্পী স্বত্ত্বাকে অংকুরে বিনষ্ট করে দিবে।

আবৃত্তি শিল্প একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। অন্যসব মৌলিক শিল্পের মতো আবৃত্তির জন্য-ও প্রয়োজন দীর্ঘ সাধনার। বাংলাদেশে ধীরে ধীরে আবৃত্তি শিল্পের কদর বাড়ছে, সাথে আবৃত্তি শিল্পীদেরও। আবৃত্তি শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এমন কথা বললে বাতুলতা হবে না। এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজন মানসম্মত আবৃত্তি শিল্পীর। এবং এখানেই তরঙ্গ আবৃত্তি শিল্পীরা বিরাট ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আর এর জন্য দরকার নিজেদেরকে সত্যিকারের শিল্পী হিসেবে তৈরি করা।

লেখক : আবৃত্তিশিল্পী ও সাবেক সভাপতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ

## আবৃত্তিচর্চা : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মাসুম বিল্লাহ আরিফ

কবি কবিতা লেখেন কাগজের পাতায়। আর আবৃত্তি শেল্পী সে কবিতায় প্রাণ জোগান,  
তুলে দেন মানুষের কানে মনে ও হৃদয়ে। ঘোড়শী কুমারী যেমন নব যৌবনের প্রথম  
আলোয় কৈশোরের কোল থেকে জেগে উঠে তেমনি একজন আবৃত্তি শিল্পীর প্রচেষ্টায়  
কাগজে কবিতা সমস্ত জড়তা বেতে জীবন্ত হয়ে উঠে। প্রকৃতি কবি-প্রতিভার স্ফূরণ  
ঘটায়, এটা স্বার জানা কথা। আবৃত্তির ক্ষেত্রেও এর ব্যক্তিগত নয়। তাইতো চট্টগ্রাম  
বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর্কণ নিসর্গে সময়ের সাথে পাঞ্চা দিয়ে চমৎকারভাবে আবৃত্তি চর্চার  
সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

১৯৬৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন পর্যায়টি ছিল জাতীয় জীবনের এক উত্তাল  
সময়। ছয়দফা আন্দোলনের কাল থেকে একান্তরের সেই ঐতিহাসিক সময়ে চবি  
ক্যাম্পাসটি ছিল বয়সে নিতান্তই শিশু। এ সময় রাজনীতির ময়দানে চবি ক্যাম্পাস  
সরগরম হয়ে উঠলেও আশির দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তত্ত্বটা জমে  
উঠেনি, বিশেষত আবৃত্তির ক্ষেত্রে। আশির দশকের শেষার্ধ থেকে '৯২ বা '৯৩ সালের  
এই সময়টি আমাদের গবেষণায় অন্যন্য রূপে হাজির হয়েছে। এই সময় ক্যাম্পাসে  
সকল দলের সহাবস্থান ছিল। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড মূলত হলকেন্দ্রীকৃত আবর্তীত হত;  
শাটল কিংবা অনুযাদ কেন্দ্রীক নয়। একালের রাজনীতির অন্য একটি আবশ্যিক অংশ  
ছিল, সংস্কৃতি। সব দলই নিজ নিজ মিছিলের পরে জমায়েত হয়ে বক্তৃতা গান ও  
আবৃত্তি নিয়ে মঞ্চ হত। আবৃত্তিসহ শিল্পের সবগুলো বিভাগই রাজনৈতিকভাবে চর্চিত  
হত। হোক সেটা ব্যাপক কিংবা ক্ষুদ্র পরিসরে। মজার ব্যাপার হলো, রাজনৈতিক  
শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই তখন সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতায় প্রলম্বিত হত। ফলে শিল্প  
চর্চায় একটা উৎকৃষ্ট মান রক্ষার প্রয়াসও ছিল লক্ষ্যণীয়। এ থেকে আরেকটি বিষয়  
স্পষ্ট হয়, এসময়ের রাজনীতি থেকে সংস্কৃতি আলাদা ছিল না বলে তখন সেভাবে  
স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বিশেষত আবৃত্তি সংগঠন গড়ে উঠার তাড়নাও ততটা অনুভূত হয়নি।

বায়ান্ন থেকে শুরু করে আমাদের জাতিগত প্রতিষ্ঠার ও অধিকার আদায়ের প্রতিটি  
পর্বেই আবৃত্তি আন্দোলন সংগ্রাম বেগবানে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তবে  
সেসব আবৃত্তি ব্যক্তি কেন্দ্রীক ছিল। বাংলাদেশে সাংগঠনিকভাবে আবৃত্তি চর্চা আশির

দশকের আগে গড়ে উঠেনি। তাই তো ১৯৮১ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত  
“স্বনন” কে দেশের সবচে’ প্রাচীন ও সবচে’ দীর্ঘায়ু আবৃত্তি সংগঠন বলে মনে করা  
হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংগঠনিক পর্যায়ে আবৃত্তি চর্চা স্বননের কাছাকাছি সময়েই  
শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত “অভিয্যাঙ্কি” কে অনেকেই  
চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রথম আবৃত্তি সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করেন। এটি ছিল ক্ষণজীবী।  
সংগঠনটি এখন অধুনা বিলুপ্ত।

১৯৯০ সালে জন্ম নেয়া এই ক্যাম্পাসের দীর্ঘজীবী সাংস্কৃতিক সংগঠন “অঙ্গন  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়”। এ বছর সংগঠনটি তার উন্নতশিতম প্রতিষ্ঠা বর্ষীকী উদ্যোগে  
করেছে। তাদের কাজের ক্ষেত্র গান-নৃত্য-আবৃত্তি-অভিনয়, বঙ্গতে গেলে, শিল্পের প্রায়  
প্রতিটি শাখা। বিশেষ প্রতিষ্ঠাবর্ষীকীর পর তারা এ তিনটির সাথে নাটককেও যুক্ত  
করে। শিল্পের অন্যান্য শাখা নিয়ে কাজ করার ফলে একে ঠিক মৌলিক আবৃত্তি  
সংগঠন বলা চলে না। তবে তা বলে আবৃত্তি চর্চায় যে কম গুরুত্ব দেয়, বিষয়টি সে  
রকম নয়। প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে এই সংগঠন কয়েকটি আবৃত্তি কর্মশালার আয়োজন  
করলেও পরে তা বক্তৃ হয়ে যায়। তবে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সংগঠনটি ক্যাম্পাসে  
দারুণ শক্তিশালী।

এরপর নতুন শতকের সূচনা লগ্নেই চবি ক্যাম্পাসে আবৃত্তি চর্চার নতুন দিগন্ত  
উন্নেচিত হয়, জন্ম নেয় “চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ”। “শাশ্বত সুন্দরের  
অনিবার্য অভ্যাস করিবা” এই স্লোগানে ২০০০ সাল থেকে সংগঠনটির পথচার  
শুরু। লক্ষ্য একটাই, প্রমিত ভাষা ও আবৃত্তি চর্চা। এককভাবে আবৃত্তি চর্চার সংগঠন  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই একটিই। সূচনালগ্ন থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ  
প্রতি বছর দুই মাস মেয়াদী “প্রমিত উচ্চারণ, উপস্থাপনা ও আবৃত্তিকর্মশালা”র  
আয়োজন করে আসছে। এ পর্যন্ত সফলতার সাথে সমাপ্ত করেছে বাইশটি কর্মশালা।  
এছাড়া নিজদের আবৃত্তি চর্চা শাপিত করতে রয়েছে বিভিন্ন পাদ্ধিক ও মাসিক ঘরোয়া  
প্রোগ্রাম। “কবি ও কবিতা” এমনই একটি প্রোগ্রাম; কিছুদিন আগে যার ৩২তম পর্ব  
সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আবৃত্তি মঞ্চের আরেকটি ব্যক্তিগ্রহ উদ্যোগ হলো, একক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।  
প্রতি বসন্তের “পলাশছোয়া শব্দবাদের খৌঁজে” শিরোনামে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত  
হয়। বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের স্থানক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এই প্রতিযোগিতায় স্বতঃকৃত  
অংশগ্রহণ করে।

২০০২ সালের কথা। তৎকালে ক্যাম্পাসে ক্ষমতাসীন একান্ত ডানপন্থি ছাত্র  
সংগঠনের সাংস্কৃতিক শাখা দুর্নির্বার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদের প্রত্যক্ষ  
সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে “নিকৃণ আবৃত্তি অঙ্গন”。 প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ২০০৮  
সাল পর্যন্ত এই সংগঠন ফি বছর মাসব্যাপী প্রমিত উচ্চারণ ও আবৃত্তি কর্মশালার

আয়োজন করে। ২০০৮ থেকে কর্মশালার সময়সীমা বাড়িয়ে তিনমাস করা হয়। সাথে যুক্ত করা হয় সংবাদ পাঠ, রিপোর্টিং ও উপস্থাপনা। এর ধারাবাহিকতা চলে ২০১৩ সাল পর্যন্ত। এরপর ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে সংগঠনটির ইতি ঘটে। এরা ৪ টি আবৃত্তি উৎসবের আয়োজন করে।

২০১৩ সালে উচ্চীলন নামের সংগঠনটি আবৃত্তি নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এর পূর্ণাম উচ্চীলন শিল্প ও সাহিত্য ভূবন। প্লোগান হয়, “শিল্পের মননের প্রত্যয়ে”। ২০১৩, '১৪, '১৫ সালে তিনটি আবৃত্তি কর্মশালা আয়োজন করার পর আবৃত্তির জায়গা থেকে সরে এসে সংগঠনটি অভিনয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আয়োজন করে একটি অভিনয় কর্মশালাও। আবৃত্তি নিয়ে ক্যাম্পাসে এদের কার্যক্রম খুব একটা নেই বললেই চলে। সংগঠনের সদস্যদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, তারা আবৃত্তি কর্মশালা দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও সংগঠনটি নিরেট আবৃত্তি চর্চার জন্য নয়। তারা শিল্পের অন্যান্য শাখা নিয়ে কাজ করার কথা বললেও বর্তমানে সংগঠনটির কাঠামো বিলুপ্তপ্রায়।

“বহতা সুন্দরের বাণীমূর্তি হোক আলোকের প্রথম জয়ভেরি” প্লোগান তুলে একই বছরে আসে নতুন আরেকটি সংগঠন “উত্তরায়ণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়”। ২০১৩ সালে তারা আত্মপ্রকাশ করলেও আবৃত্তি-উপস্থাপনা কর্মশালা শুরু করে ২০১৫ সাল থেকে। এবং এপর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চারটি আবৃত্তি কর্মশালা শেষও করেছে। কর্মশালার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এই সংগঠন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

তবে উত্তরায়ণও নিরেট কোন আবৃত্তি সংগঠন নয়। নাচ, গান, আবৃত্তি নিয়ে সমান তালে কাজ করা এ সংগঠনটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক সংগঠন বলা চলে, মৌলিক আবৃত্তি সংগঠন নয়। তাই একে সাংস্কৃতিক সংগঠন বলতে হয়, আবৃত্তি সংগঠন নয়। তবে আবৃত্তি কর্মশালার আয়োজনের মাধ্যমে আবৃত্তির প্রতি তাদের গুরুত্ব দেয়া অনুধাবন করা যায়।

এছাড়া চারণ, উদীচী প্রত্তি দেশের সুপরিচিত সাংস্কৃতিক সংগঠন হলোও এই ক্যাম্পাসে আবৃত্তিচর্চায় এদের উল্লেখযোগ্য কোন অংশগ্রহণ নেই। তবে একথা ঠিক যে আবৃত্তি নিয়ে কাজ না করলেও অন্যান্য সাংস্কৃতিক, সামাজিক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও বিভিন্ন বিভাগীয় অনুষ্ঠানে করিতা আবৃত্তি স্বাভাবিকভাবেই থাকে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আবৃত্তি চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে গেলে আমাদেরকে আবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মধ্যের কাছে ফিরে আসতে হবে। সংগঠনটি যেহেতু এককভাবে আবৃত্তি নিয়ে কাজ করে এবং চবি ক্যাম্পাসের দীর্ঘায়ু আবৃত্তি সংগঠন তাই এর কার্যক্রমের গতি প্রকৃতির বিশ্লেষণ দ্বারা এই ক্যাম্পাসে আবৃত্তি চর্চার স্পষ্ট একটি চিত্র পাওয়া যাবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ পর্যন্ত তেরোটি জাতীয় মানের আবৃত্তি উৎসব হয়েছে। তার মাঝে নয়টির আয়োজক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মধ্য। প্রথমটি ২০০২ সালে; চবি ক্যাম্পাসের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম আবৃত্তি উৎসব। আর এখন

অনুষ্ঠিত হচ্ছে “নবম আবৃত্তি উৎসব-২০১৯”।

একটি আবৃত্তি উৎসব মানেই আবৃত্তির রঙে ক্যাম্পাসকে রাঙিয়ে দেয়া, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের আবৃত্তি সংগঠন ও আবৃত্তি শিল্পীদের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন। আবৃত্তি মধ্যের এসব আবৃত্তি উৎসবে দেশবরেণ্য আবৃত্তিকারগণ চবির সবুজ ক্যাম্পাসে আগমন করেছেন। এদের কয়েকজন হলেন, শিমুল মুস্তাফা, হাসান আরিফ, ভাস্তর বন্দোপাধ্যায়, মাহিদুল ইসলাম, আহকাম উল্লাহ, রাশেদ হাসান, রফিজিং রক্ষিত, মিলি চৌধুরী, কাজী মাহতাব সুমন প্রয়ুৰু।

চবি ক্যাম্পাসের এ উৎসবে আবৃত্তি মধ্য সম্মাননা প্রদান করা হয় শিল্প-সাহিত্য জগতের গুণী ব্যক্তিদের। মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনা রমা চৌধুরী, একুশের প্রথম কবিতা রচয়িতা কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী, ভাষাবিজ্ঞানী ড. মনিরুজ্জামান, সব্যসাচী কবি সৈয়দ শামসুল হক, ড. অনুপম সেন, শহীদজায়া বেগম মুশতারী শকী ও নন্দিত কবি হেলাল হাফিজ এই সমাননা গ্রহণ করেছেন। ২০১৯ সালে ৯ম আবৃত্তি উৎসবে সম্মাননা গ্রহণ করছেন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

উৎসবের প্লোগানগুলোও ছিল বেশ চমকপ্রদ। যার কয়েকটি হলো-

“ভোর নয়, কবিতাই খুলবে সময়”

“স্বপ্নের আগল ভাঙ্গি শব্দের দ্বৈরথে”

“সময় খুলেছে কবিতার, সময় এখন কবিতায়”

“বিবেকের দরজায় কড়া নাড়ি কবিতায়”

“জঙ্গিবাদের পিঠে কবিতার চাবুক”।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আবৃত্তি চর্চার আদি-অন্ত খুঁজতে গিয়ে আরো একটি বিষয় বেশ নজর কেড়েছে আমাদের। এখানে আবৃত্তি নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো চিন্তা চেতনার দিক থেকে প্রধানত দুই ধারার। প্রধান ধারাটি হলো প্রগতিশীল ধারা। যাকে ঠিক বাম ঘরানার বলা চলে না। কারণ বামধারাটি বাম রাজনীতি ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে। অন্যটি হলো ডানপন্থি ধারা। এদের ব্যাপারটি ও বামপন্থীদের সদৃশ, রাজনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততা। ফলে সরাসরি ডান কিংবা বাম কেউই আবৃত্তিচর্চায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি।

এক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধারাটি রাজনীতি মুক্ত থাকার সর্বোচ্চ কোশেস করছে এবং সফলও বলা চলে। এর ফলে যে লাভটি হলো তা শতভাগই আবৃত্তিচর্চার। প্রগতিশীল এই ধারায় প্রমিত উচ্চারণ ও বিশুদ্ধ বাংলার প্রসারকে এই ধারার সংগঠনগুলো নিজেদের দায়িত্ব হিসেবে নেয়। ফলে মূল্যবোধ লালনের জায়গাটি থাকে অনেকটাই অবারিত ও উদার। এসব সংগঠনে সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন মূল্যবোধে বিশ্বাস পোষণ করতে পারে, তবে তা নিরেট ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক নয়। এখানে সদস্যদের যুক্তিবাদি হওয়া তো আবশ্যিক বটেই, সাথে অক্ষ-অনুকরণ-প্রিয়তাও হয় নিন্দিত।

একথা বললে সত্ত্বের অপলাপ হবে না যে, রাজধানী ঢাকার পরে আবৃত্তির সবচে' উর্বর ক্ষেত্র চট্টগ্রাম। অনেক ক্ষেত্রে এগিয়েও বটে। প্রায় অর্ধশত আবৃত্তি সংগঠন চট্টগ্রামে কাজ করে। রয়েছে একাধিক আবৃত্তি জোট। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আবৃত্তি সংগঠনগুলোও দেশের বড় বড় আবৃত্তি জোটগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে, সদস্যপদ গ্রহণ করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ ও অঙ্গন সংগঠন দুটি এক ঘুগেরও আগে “বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ” এর সদস্যপদ লাভ করে।

এছাড়া সংগঠন দুটি ‘সম্মিলিত আবৃত্তি জোট চট্টগ্রাম’ এরও সদস্য। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এ জোটটি চট্টগ্রাম অঞ্চলের সবচে' প্রাচীন ও শক্তিশালী আবৃত্তি জোট। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ প্রতিষ্ঠা লাভের দুষ্টরের মাথায় ২০০২ সালে এই জোটের সদস্যপদ গ্রহণ করে।

ফলে ক্যাম্পাসের সংগঠনগুলো, বিশেষত, অঙ্গন ও আবৃত্তি মঞ্চের সদস্যরা নিয়মিতই নগরীর বিভিন্ন আবৃত্তি সংগঠনের আমন্ত্রণে তাদের অনুষ্ঠানে অংশ নেয়, আবৃত্তি করে। আবার শহরের সংগঠনগুলোকেও ক্যাম্পাসে নিজেদের অনুষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণ জানায়। এভাবে চৰি ক্যাম্পাসের আবৃত্তিচার্চা আবৃত্তির সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে অবদান রাখে।

অঙ্গন ও আবৃত্তি মঞ্চের সদস্যরা তো বটেই, সাথে অন্যান্য সংগঠনের সদস্যরাও নিয়মিত বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারে আবৃত্তি করে থাকে। বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রামে অডিশনের মাধ্যমে সর্বশেষ নিয়োগকৃত ১৮ জন আবৃত্তি শিল্পীর মধ্যে ৮ জনই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এর মধ্যে সাতজন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চের সদস্য।

আবৃত্তি একটি দীর্ঘ মেয়াদি প্রক্রিয়া। আবৃত্তিশিল্পী হয়ে উঠা দীর্ঘ সাধনার ফল। তাই আবৃত্তি চর্চা করা মানেই রাতারাতি আবৃত্তিশিল্পী হয়ে ওঠা নয়। ক্যাম্পাসের আবৃত্তি নিয়ে কাজ করা সব সংগঠনের কর্মীরাই প্রথমত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, তারপর শব্দকর্মী। একজন শিক্ষার্থী যদি প্রথম বর্ষেই আবৃত্তির সাথে যুক্ত হয় তাহলে সর্ব সাকুল্যে সে সময় পায় পাঁচ বছর। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রথম বর্ষে নবীন শিক্ষার্থীরা সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারে না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়ে যোগ দিতে দিতেই প্রথম-দ্বিতীয় বর্ষ পার হয়ে যায়। এমনকি আবৃত্তি কর্মশালায় প্রচুর পরিমাণে চতুর্থবর্ষ ও মাস্টার্সে পড়ুয়া প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতিও লক্ষ্যণীয়।

তাই সাধারণ ভাবে ক্যাম্পাসের একজন শব্দকর্মী প্রমিত ভাষা, আবৃত্তি ও সংগঠন চর্চায় সব মিলিয়ে সময় পায় তিনি কি চার বছর। এর মধ্যে তার একাডেমিক পড়াশোনা, ক্যারিয়ার ভাবনা ও নিজ বিভাগীয় ব্যক্ততা তো আছেই। তাই এতো স্বল্প সময়ে কিছুটা আবৃত্তি চর্চা হলেও আবৃত্তি শিল্পী হয়ে ওঠা বীতিমত অসম্ভব। তবে এই স্বল্প সময়ে আবৃত্তি চর্চার যে ভিত একজন শব্দকর্মীর তৈরি হয়, চর্চা অব্যাহত রাখলে সে আলবৎ একজন আবৃত্তি শিল্পী হয়ে উঠবে।

এসব সীমাবদ্ধতা ক্যাম্পাসের প্রতিটি আবৃত্তি সংগঠনেরই রয়েছে। অবশ্য এ কথা মোটামুটি সব ক্যাম্পাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই আদতে সংগঠনগুলোর প্রধান লক্ষ্য থাকে নিজ সদস্যদের প্রমিত ভাষায় অভ্যন্ত করানো এবং আবৃত্তিচার্চার একটি শক্তিশালী ভিত তৈরি করে দেয়া। এর থেকে একটু এগিয়ে এসে কিছু সংগঠন “প্রমিত উচ্চারণ, আবৃত্তি ও উপস্থাপনা কর্মশালা” আয়োজনের মধ্যমে মাতৃভাষার প্রমিত উচ্চারণ ছড়িয়ে দেয়ার আন্দোলনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ও সম্পৃক্ত করে নেয়। এসব কর্মশালায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা মুক্ত হওয়ার মত।

দিন যত যাচ্ছে, চৰি ক্যাম্পাসে আবৃত্তিচার্চা ততই ব্যাপক হচ্ছে, শক্তিশালী হচ্ছে এবং নিখুঁত ও পরিশীলিত হচ্ছে। বসন্ত বরণ, কবিদের স্মরণ, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পালন ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপনসহ বছরব্যাপী আবৃত্তি সংগঠনগুলোর অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। দেশের সবচে' বেশি প্রশিক্ষনার্থীর উপস্থিতি নিয়ে আবৃত্তি কর্মশালার আয়োজন হয় এই ক্যাম্পাসেই। উৎসব আমেজে শিল্পের অন্যান্য ধারা থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিন্দু ও পিছিয়ে নেই আবৃত্তিচার্চা। বলতে গেলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তিচার্চার এক উর্বরক্ষেত্র।

লেখক : আবৃত্তিকর্মী ও বর্তমান সভাপতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ



## চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মধ্যের সাংগঠনিক ইতিবৃত্ত

‘শাশ্বত সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা’ শ্ল�গান ধারণ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মধ্ব ২০০০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন সেসময়ের চারকলার এম এ শিক্ষার্থী ফারজানা ছন্দ। ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর একান্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাধারী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মধ্ব'র পথচলা হৃষ্ণকিতে পড়ে। স্বকীয়তা বজায় রেখেই শত প্রতিবন্ধকতা জয় করে সংগঠনটি চবি ক্যাম্পাসে আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। সেসময়ে এর হাল ধরেন দর্শনের স্নাতক শিক্ষার্থী মাছুম আহমেদ। ২০০৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি এর আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যকর পরিষদ গঠনের মাধ্যমে সংগঠনটির একটি বলিষ্ঠ উন্নৱাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

**কার্যকরী পরিষদ ২০০৪-২০০৫**

তারিখ: ১৭-০১-২০০৪

সভাপতি : শ্রাবণী সেন শাওন

সহ-সভাপতি : মো: সাদেকুর রহমান অপু, সাদিয়া আফরোজ ঝুমুর

সাধারণ সম্পাদক : মো: আবুল হাসনাত খান মাঝুন

সহ-সাধারণ সম্পাদক : রঞ্চিরা সুলতানা সুইটি

সাংগঠনিক সম্পাদক : মো: শফিকুর রহমান

অর্থ সম্পাদক : ফয়জুল নেছা

দণ্ডর সম্পাদক : মোস্তফা কামাল

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : ভাগ্যেশ্বরী চাকমা কেবি

**উপদেষ্টা কমিটি:**

১. রাহমান নাহির উদ্দিন

২. মাছুম আহমেদ

৩. পাপড়ি বড়ুয়া

## কার্যকরী পরিষদ ২০০৫-২০০৬

তারিখ : ২৩.০৩.২০০৫

স্থান: চাকসু তৃতীয় তলা

সভাপতি : মো: আবুল হাসনাত খান মামুন

সহ-সভাপতি : মো: মোস্তফা কামাল, ভাগ্যশ্রী চাকমা কেবি  
আলুচ্ছাই আল মারফ মামুনুর রশিদ মাহিন

সাধারণ সম্পাদক : রুচিরা সুলতানা সুইটি

সহ-সাধারণ সম্পাদক : নাহিদ আশরাফ রাজীব

সাংগঠনিক সম্পাদক : এস.এম. হাবিবুর রহমান হাবিব

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক : সাইমা সুলতানা স্বর্ণা

অর্থ-সম্পাদক : কাজী উবায়দা মিলি

সহ-অর্থ সম্পাদক : সোহেল মাসুম

দণ্ড সম্পাদক : আবু সাইদ মুহাম্মদ আরিফ

সহ-দণ্ড সম্পাদক : হুমায়রা বিনতে লতিফ রোজী

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : মাহমুদুল হাসান মেজর

সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : মাহমুদা আফরোজ তুষী

কার্যকরী সদস্য : শাওন, সবুজ, শফিক, সাকের, বুমুর, রবিন

সাধারণ সদস্য : লাকী, রিতা, শোয়েব, হাসান, সেতু, ডালিয়া  
আজিম, সোহেল, সোনিয়া, সাগর, সুমি, উমে ফ্ৰ. মুন

## কার্যকরী পরিষদ ২০০৬-২০০৭

তারিখ: ৩০. ০৪. ২০০৬ খ্রি.

স্থান: চাকসু তৃতীয় তলা

সভাপতি : ভাগ্যশ্রী চাকমা কেবি

সহ-সভাপতি : মামুনুর রশিদ মাহিন

সাধারণ সম্পাদক : নাহিদ আশরাফ রাজীব

সহ-সাধারণ সম্পাদক : সাইমা সুলতানা স্বর্ণা

সাংগঠনিক সম্পাদক : আবু সাইদ মুহাম্মদ আরিফ

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক : মাহমুদুল হাসান মেজর

অর্থ সম্পাদক : কাজী উবায়দা মিলি

দণ্ড সম্পাদক : হুমায়রা বিনতে লতিফ রোজী

সহ-দণ্ড সম্পাদক : সুলতানা আনজুমান রশিদ ডালিয়া

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : মাহমুদা আফরোজ তুষী

সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : শারমিন জাহান মনি

কার্যকরী সদস্য: মামুন খাঁল, রুচিরা সুইটি, শাওন, সবুজ

শফিকুল ইসলাম, সাকের, বুমুর, রবিন, মোস্তফা

সাধারণ সদস্য : লাকী, আজিম, সাগর, সোহেল, মাসুদ, হাসান, রীতা

প্রাথমিক সদস্য : খায়রুল আনাম, রিপন সরকার, জনি

মোঃ নাজিম উদ্দিন, ফখরুল ইসলাম আদিল

নুসরাত জাহান রিমি, সালমা জাহান তান্তী

## কার্যকরী পরিষদ ২০০৭-২০০৮

তারিখ: ০৮.০৮.২০০৭ খ্রি.

স্থান: চাকসু তৃতীয় তলা

সভাপতি : রুচিরা সুলতানা সুইটি

সহ-সভাপতি : আবু সাইদ মুহাম্মদ আরিফ, হুমায়রা বিনতে লতিফ রোজী  
মাহমুদা আফরোজ তুষী

সাধারণ সম্পাদক : সেলিম রেজা সাগর

সহ-সাধারণ সম্পাদক : সোহেল মাসুদ

সাংগঠনিক সম্পাদক : ফখরুল ইসলাম আদিল

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক : সোহেল ইমরান

অর্থ সম্পাদক : শারমিন জাহান মনি

দণ্ড সম্পাদক : রেজা হক

সহ-দণ্ড সম্পাদক : নুসরাত জাহান রিমি

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : অলিউচ্ছাই ফকির

সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : সালমা সুলতানা

কার্যকরী সদস্য : মোস্তফা, মামুন খাঁল, মাহিন, রবিন, ভাগ্যশ্রী চাকমা, আজিম

সাধারণ সদস্য : ডালিয়া, নাসরিন, নাজমুল, তুষী, আয়েশা

প্রাথমিক সদস্য : তামাঙ্গা, পারভেজ, সাইফুল, রত্না, নাজিম, পর্ব

## কার্যকরী পরিষদ ২০০৮-২০০৯

তারিখ: ০৬.০৫.২০০৯ খ্রি.

স্থানঃ বোটিনিক্যাল গার্ডেন

সভাপতি : সেলিম রেজা সাগর

সিনিয়র সহ-সভাপতি : হুমায়রা বিনতে লতিফ রোজী

সহ-সভাপতি : শারমিন জাহান মনি

সাধারণ সম্পাদক : নুসরাত জাহান রিমি

সহ-সাধারণ সম্পাদক : সালমা সুলতানা

সাংগঠনিক সম্পাদক : কণা দাশ

অর্থ সম্পাদক : হাসনা বিনতে নাহার তুলি

দণ্ডর সম্পাদক : আখতারজামান লাবু

সহ-দণ্ডর সম্পাদক : খোন্দকার সুলতান মাহমুদ সবুজ

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : আয়েশা আক্তার তাহ্না

সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : তাজমুন নাহার খায়ের মীরা

কার্যকরী সদস্য : মোস্তফা কামাল, মামুন খান, আদিল

শফিকুর রহমান সুমন, শাখাওয়াত আজিম

সাধারণ সদস্য : বীণা দাশ, দিল আফরোজ রুমা, তাহেরা আক্তার উমী

কার্যকরী পরিষদ ২০১১-২০১২ খ্রি.

তারিখঃ ২৬.১২.২০১১ খ্রি.

স্থানঃ ঢাকসু

সভাপতিঃ কণা দাশ

সিনিয়র সহ-সভাপতি : আখতারজামান লাবু

সহ-সভাপতি : রুবেল পাল, আবদুল গফুর সোহেল

সাধারণ সম্পাদক : আহমেদ মোস্তফা

সহ-সাধারণ সম্পাদক : ফারহানা আক্তার লোপা

সাংগঠনিক সম্পাদক : তাজমুন নাহার খায়ের মীরা

অর্থ সম্পাদক : মারিয়া বনিতও খেয়া হোসাইন

দণ্ডর সম্পাদক : শামীম আহমেদ

দণ্ডর সম্পাদক : সানজিদা আক্তার জিসা

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : ফয়সাল আহমেদ শুভ

সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : মাহমুদুল হাসান

কার্যকরী সদস্য : প্রিয়ন্ত্রি সাহা, ফজলে এলাহী শশী, এনামুল, প্রমিতি

সাধারণ সদস্য : রিয়াজ, শারমিন, তারেক, প্রিতু

কার্যকরী পরিষদ ২০১৬-২০১৭ খ্রি.

তারিখঃ ২৪.১২.২০১৭খ্রি.

স্থানঃ সিআরবি

সভাপতি : রিয়াজুল কবির

সিনিয়র সহ-সভাপতি : প্রিয়ন্ত্রি সাহা

সহ-সভাপতি : ফজলে এলাহী শশী, গোলাম মুহতামীম নাঈম

সাধারণ সম্পাদক : জেবুন নাহার শারমিন

সহ-সাধারণ সম্পাদক : রফিক আহমেদ সোবহানী

সাংগঠনিক সম্পাদক : সেঁজুতি বড়ুয়া

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক : নূর আক্তার শিউলী

অর্থ সম্পাদক : সৈয়দা নাঈমা ইয়াছিমিন

দণ্ডর সম্পাদক : আল ইমরান

সহ-দণ্ডর সম্পাদক : শাকিল আহমেদ

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : মাসুম বিল্লাহ আরিফ

সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : গোলাম রাক্বানী ইমার

পূর্ণাঙ্গ সদস্য: এনামুল হক চৌধুরী, রাবেয়া বানু নীলিমা, শারমিন জাহান  
শিবা বড়ুয়া চৌধুরী, আমির ফারাবি সোহেল, ওয়াসিমা ইরফাত,  
আইনানে তাজরিয়ান, ফারজানা ইসলাম, ফৌজিয়া মেহনাজ,  
তানিজ ফাহিমা, পার্লি চাকমা, আতিকুর রহমান, ইমার আহমেদ,  
শান্তা ভদ্র, প্রতিভা বড়ুয়া, বোরহান উদ্দিন রক্বানী

কার্যকরী পরিষদ ২০১৯-২০২০ খ্রি. (নবম কাউন্সিল)

তারিখঃ ০৩.০৫.২০১৯ খ্রি.

স্থানঃ সিআরবি

সভাপতি : মাসুম বিল্লাহ আরিফ

সিনিয়র সহ-সভাপতি : আল ইমরান

সহ-সভাপতি : সেঁজুতি বড়ুয়া, শাকিলা উমে নূর

সাধারণ সম্পাদক : বোরহান উদ্দিন রক্বানী

সহ-সাধারণ সম্পাদক : শাকিল আহমেদ

সাংগঠনিক সম্পাদক : নীষ বিশ্বাস

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক : আসমাউল মাওয়া আফরিন

অর্থ সম্পাদক : জান্নাতুল সাদিয়া পুঞ্জ

দণ্ডর সম্পাদক : প্রার্থী ঘোষ

সহ-দণ্ডর সম্পাদক : সুলতানা ইয়াসমিন

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : ফরহাদ হাসান

সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : সোহান আল মাফি

সদস্য : নাঈমা, নূর, সোবহানী, ইমার, শান্তা, ফৌজিয়া, ফাহিমা, বিয়ান, মিতু,  
পুঞ্জা, এমদাদ, জোনায়েদ, সিন্দিক, প্রিয়া, সাকি, শর্মি, হাকিম, আমির,  
নিবুম, দিবা, সজীব, আসমা, তাহমিদা, মাহবুব, ডালিয়া শাহীন, ফাতেমা।

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা : মাহুম আহমেদ

উপদেষ্টামণ্ডলী

ফারজানা ছন্দ

পাপড়ি বড়ুয়া

আবুল হাসনাত আল মামুন

ভাগ্যশ্শৰী চাকমা

নাহিদ আশরাফ রাজিব

রফিচিরা সুইচি

নূসরাত জাহান রিমি

হাসনা বিনতে নাহার তুলী

কণা দাশ

আহমেদ মোস্তফা

তাজমুন নাহার খায়ের মীরা

ফয়সাল আহমেদ শুভ

আবদুল গফুর সোহেল

রিয়াজুল কবির

জেবুন নাহার শারমিন



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মন্ত্রের  
নিয়মিত আয়োজন

## আবৃত্তি উৎসব

আবৃত্তি উৎসব মানেই আবৃত্তির রঙে ক্যাম্পাসকে রাঙিয়ে দেয়া আর দেশের বিভিন্ন প্রান্তের আবৃত্তি সংগঠন ও আবৃত্তিশিল্পীদের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন। নিয়মিত বিরতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ এ পর্যন্ত আটটি জাতীয়মানের আবৃত্তি উৎসব করেছে। প্রতিটি উৎসবই হয় দুই দিনব্যাপী। এখন চলছে নবম আবৃত্তি উৎসব। এই সবকটি উৎসবের আমেজ ধরে রাখতে আমাদের কাণ্ডে আয়োজন-

### “ড্রেম আমেজে আবৃত্তি মঞ্চ”

প্রথম আবৃত্তি উৎসব-২০০১

উদ্বোধক

হাসান ইমাম, অভিনেতা ও নাট্যকার

আবৃত্তি মঞ্চ প্রকাশনা

কালান্তক, আবৃত্তি বিষয়ক সংখ্যা

দ্বিতীয় আবৃত্তিউৎসব- ২০০৪

স্লোগান : তোর নয়, কবিতাই খুলবে সময়

উদ্বোধক

আলী ইমাম

বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক

আন্তর্জাতিক পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন।

প্রধান অতিথি

অধ্যাপক এ.জে.এম. নূরুদ্দিন চৌধুরী

উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা

কবি রমা চৌধুরী

আবৃত্তি মঞ্চ প্রকাশনা

কালান্তক, উচ্চারণ সংখ্যা

আমন্ত্রিত আবৃত্তিকার

শিমুল মুস্তাফা

ত্বরীয় আবৃত্তি উৎসব-২০০৫

স্লোগান: তোমার হাতে এই পৃথিবীর চাবি

উদ্বোধক

আহকাম উল্লাহ,

সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ

প্রধান অতিথি

অধ্যাপক এ.জে. এম নূরুদ্দিন চৌধুরী

উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা

ভাষা সৈনিক কবি মাহবুবউল আলম চৌধুরী

আবৃত্তি মঞ্চ প্রকাশনা : কালান্তক, নির্মাণ সংখ্যা

আমন্ত্রিত আবৃত্তিকার

আহকাম উল্লাহ ও মাহীদুল ইসলাম

চতুর্থ আবৃত্তি উৎসব- ২০০৬

স্লোগান : স্বপনের আগল ভাঙ্গি শব্দের দ্বৈরথে

উদ্বোধক

আহকাম উল্লাহ

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ

প্রধান অতিথি

নাসরিন জাহান

বরেণ্য কথাশিল্পী ও সাহিত্য সম্পাদক, অন্যদিন

আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা

ড. মনিরুজ্জামান

বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ও কবি

আবৃত্তি মঞ্চ প্রকাশনা : কালান্তক, ছন্দ সংখ্যা

আমন্ত্রিত আবৃত্তিকার

শিমুল মুস্তাফা, আহকাম উল্লাহ, মাহীদুল ইসলাম, রবি শংকর মৈত্রী, রাশেদ হাসান

পঞ্চম আৰুত্তি উৎসব-২০০৯

শ্লোগান : বিবেকের দরজায় কড়া নাড়ি কবিতায়

উদ্বোধক

ড. জামাল নজরুল ইসলাম

বিশিষ্ট ভৌতবিজ্ঞানী

প্রধান অতিথি

ড. অনুপম সেন

বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী

আৰুত্তি মঞ্চ সম্মাননা

সৈয়দ শামসুল হক

সব্যসাচী লেখক

আৰুত্তি মঞ্চ প্রকাশনা : কালান্তক, সংকলন

আমন্ত্রিত আৰুত্তিকাৰ

হাসান আরিফ, রাশেদ হাসান, মিলি চৌধুরী

ষষ্ঠ আৰুত্তি উৎসব-২০১১

শ্লোগান : প্রাণে প্রাণের অনুরণন কবিতায়

উদ্বোধক

ভাষ্ম বন্দেয়াপাধ্যায়

বিশিষ্ট আৰুত্তি শিল্পী ও অভিনেতা

প্রধান অতিথি

অধ্যাপক ড মোহাম্মদ আলাউদ্দিন

উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আৰুত্তি মঞ্চ সম্মাননা

ড. অনুপম সেন

কবি ও বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী

আৰুত্তি মঞ্চ প্রকাশনা : কালান্তক, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আমন্ত্রিত আৰুত্তিকাৰ

রণজিৎ রক্ষিত, ভাষ্ম বন্দেয়াপাধ্যায়, কংকল দাশ, ফারুক তাহের, প্রবীর পাল, মিলি চৌধুরী, রাশেদ হাসান, ইন্দিরা চৌধুরী, দেবাশীষ রূদ্র, আবুল হাসনাত খান মামুন

যুগপৃতি উৎসব-২০১২ (সপ্তম আৰুত্তি উৎসব)

শ্লোগান : সময় খুলেছে কবিতার সময় এখন এগোৱার

উদ্বোধক

শিমুল মুস্তাফা

বরেণ্য আৰুত্তিশিল্পী

প্রধান অতিথি

প্রফেসর মো. আনোয়ারুল আজিম আরিফ

উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আৰুত্তি মঞ্চ সম্মাননা

বেগম মুশতারী শফী

বিশিষ্ট নারীনেত্রী ও শহীদজায়া

আমন্ত্রিত আৰুত্তিকাৰ

শিমুল মুস্তাফা, রণজিৎ রক্ষিত, ফারুক তাহের, দেবাশীষ রূদ্র, প্রবীর পাল,  
অধ্যক্ষ চৌধুরী, ইন্দিরা চৌধুরী, দিলরবা খানম, মিলি চৌধুরী, রাশেদ হাসান

অষ্টম আৰুত্তি উৎসব-২০১৭

শ্লোগান : জঙ্গিবাদের পিঠো কবিতার চাবুক

প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক

প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

মাননীয় উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আৰুত্তি মঞ্চ সম্মাননা

কবি হেলাল হাফিজ

আমন্ত্রিত আৰুত্তিকাৰ

মাহিদুল ইসলাম, কাজী মাহতাব সুমন, রণজিৎ রক্ষিত, মিলি চৌধুরী  
দেবাশীষ রূদ্র, ফারুক তাহের, প্রবীর পাল

আবৃত্তি মঞ্চও একটি প্রগতিশীল সংগঠনের নাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক বক্ষ্যাত্ত দুচাতে এই মঞ্চও নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সৃজনে-মননে নিরন্তর অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলে এর কার্যক্রম। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে আলোকিত করতে এই প্রচেষ্টা ও আন্দোলন কিছুতেই গৌণ নয়। এটির ভূমিকা খুবই কার্যকরী।

### মোহাম্মদ শেখ সাদী

সহকারী অধ্যাপক  
বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবারই উৎসবের প্রথম দিন সকালে মনে হয় এবারই শেষ আর উৎসব আয়োজন করব না। নানা কাজে চ্যাপ্টা হওয়ার পর আয়োজকদের এ অনুভূতি চিরন্তন ও চিরায়ত। মননশীল চৰ্চার সংগঠনগুলোর এ নিত্য- বেদনা অনুষ্ঠান শেষ হলে বিপরীত অনুভূতির জন্ম দেয়। মনে হয় আবার উৎসব হবে, আপাত অত্থি আর অসম্পূর্ণতা কাটিয়ে আবারো পরিপূর্ণ উৎসব আয়োজনে বিভোর হল সংগঠক বৃন্দ।

মঞ্চও আবারো উৎসব করবে, মঞ্চও আবারো উৎসব করবে, মঞ্চের জন্য আবারো উৎসব করব, এরপর এবং এর অনেক পরে যখন আমি কিংবা আমরা থাকব না আবৃত্তি মঞ্চও তখনো উৎসব করবে- এ আমার নিছক প্রত্যাশা নয়, দৃঢ় বিশ্বাস।

### মাহুম আহমেদ

প্রধান উপদেষ্টা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চে  
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

“যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু

নিভায়েছে তব আলো

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ

তুমি কি বেসেছে ভালো।”

জয় হোক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চের।

### মন্তব্যকারী অপরিচিত

#### “আবৃত্তি মঞ্চ”

ভালবাসার একটা জায়গা ভালো লাগার জায়গা। এখানে এলে মনে হয় জীবন অনেক সুন্দর, প্রাণ যেন নতুন করে আরেকবার জেগে উঠে। ভাল ধাকুক মঞ্চ, এর প্রত্যেকটা প্রাণ সজীব হয়ে উঠুক। শেষ দিনটি পর্যন্ত যেন তোমার সাথে থাকতে পারি মঞ্চ।

### মন্তব্যকারী অপরিচিত

## অষ্টম উৎসবে অতিথিদের মন্তব্য

অষ্টম আবৃত্তি উৎসবে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন আমাদের “উপস্থিতি খাতায়”। তাদের অনুভূতিগুলো দিয়ে সাজানো হয়েছে-

### “অনুভূতি অংশে আবৃত্তি উৎসব”

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চের অনুষ্ঠান আমকে মুক্তি ও অভিভূত করেছে।

হেলাল হাফিজ

২৩/০৫/২০১৭

“চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ” শুক্র আবৃত্তি ও সাংগঠনিক চৰ্চায় অগ্রগামী এক সংগঠন। এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে তাদের জন্মলগ্ন থেকেই আমার সম্পৃক্ততা। একে একে ৭ টি আবৃত্তি উৎসব সফল করে আজ অষ্টম উৎসব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত আবৃত্তি কর্মশালা ও অপরাপর আয়োজন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম শহরে তাদের দাপ্তরিক পদচারণা। এই আয়োজন আরো সমৃক্ষ করল তাদের অর্জনের ভান্ডারকে।

জয় হোক আবৃত্তির

জয় হোক কবিতার

জয় হোক আবৃত্তি মঞ্চের...

ফারুক তাহের

সভাপতি, উচ্চারক আবৃত্তি কুঞ্জ

সাধারণ সম্পাদক, সমিলিত আবৃত্তি জোট

তরুণরাই পারবে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কৃখে দাঁড়াতে। কবিতাই হয়ে উঠুক হাতিয়ার। আবৃত্তির সংগের সাফল্য কামনা করি।

সুমি চৌধুরী

আবৃত্তিশিল্পী

আমন্ত্রণের জন্য কৃতজ্ঞতা, শত ব্যক্ত তার মাঝেও একটু খালি সময় বের করে আসতে পেরে তৃষ্ণ। “অষ্টম আবৃত্তি উৎসব” সফল হয়েছে দেখে ভাল লাগছে। এ ধারাবাহিকতা অটুট থাকুক এবং কবিতার বানীতে সাম্প্রদায়িকতা ও জগ্নিবাদের বিরুদ্ধে নিয়মিতই উচ্চারিত হোক সাহসী কথামালা। স্বাধীনতার স্পর্শে চিরকালই কবিতা ও চ.বি. আবৃত্তি মন্ত্র একাত্মা প্রকাশ করুক, আমাদেও সামিল করুক এতটুকুই প্রার্থনা।

এ.এইচ.এম. রাকিবুল মাওলা  
সভাপতি, স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ চ.বি.

হৃদয় ছুয়ে যাওয়া আয়োজন, যা হৃদয় মনকে নাড়া দিয়েছে চমৎকারভাব। উজ্জ্বল হয়ে থাকবে মনের আকাশে অনেকদিন ধরে আর পথ দেখাবে অঙ্ককার বিরোধী শক্তিকে, হৃদয়বাল, সত্য সুন্দরের উপস্থাপক নতুন প্রজন্মকে।  
চ.বি. আবৃত্তি মন্ত্রের জয় হোক।

সুকান্ত ভট্টাচার্য  
ইংরেজি বিভাগ, চ.বি.

সফল সুন্দর আয়োজন  
আলোকিত জীবনের  
পথে।

কাজী মাহতাব সুমন  
বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী

ভাষ্যায় ভালবাসায়  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মন্ত্র থাকবে- জীবন ও যাপনে।

শিবা চৌধুরী  
এম.বি.এ(মাকেটি ২০১০-১১)  
১০ই জৈষ্ঠ, ১৪২৪ বাংলা, সায়াহ

ভালবাসার সংগঠন, প্রাণের সংগঠন, চ.বি. আবৃত্তি মন্ত্র।  
বেঁচে থাকুক, শতবর্ষ- হে কর্ণগাময়।

ফজলে এলাহী  
সিনিয়র সহ-সভাপতি  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মন্ত্র

অসাধারণ অনুভূতি জীবনের একটি অংশ হয়ে থাকবে আবৃত্তি মন্ত্র। আবৃত্তি মন্ত্র বেঁচে থাকুক, যতদিন পৃথিবীতে প্রাণ থাকবে।

রফিক আহমদ সোবহানী  
সহ-সাধারণ সম্পাদক, চ.বি. আবৃত্তি মন্ত্র

এই মানুষগুলোকে সারা জীবন পাশে চাই। ...খুব ভালবাসি, সবার কাছে কৃতজ্ঞ, সবাই এতো ভাল, সত্যিই... আমার পরিবারের পর এই একটি জায়গাই আছে, যেখানে এলে আমি পরিবারের গক্ষ খুঁজে পাই।

আল ইমরান  
সদস্য, চ.বি. আবৃত্তি মন্ত্র

শ্রিয় আবৃত্তি মন্ত্র,  
তোমাকে ভালবাসি কিনা জানিনা। তবে তোমাকে কখনো ভুলতে হবে, ছাড়তে হবে তা আমি কখনোই মানতে পারব না। তোমার জানুকরী শক্তির সৃষ্টি মায়া আমাকে বাধ্য করেছে তোমাকে আগন করে নিতে। তোমার সাথে আমার ও আমাদের পথচলা আরো সুন্দর ও শুভ হোক। তোমার অনেক সফলতা ও মঙ্গল কামনা করছি।

নূর  
সদস্য, চ.বি. আবৃত্তি মন্ত্র

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মন্ত্র  
আমার কাছে একটি কবিতার মত।

কবিতা থেকে যেমন আনন্দ, বেদনা, শিষ্টা, মানবিক শুণ্গাবলি অর্জন করা যায়, ঠিক তেমনি আবৃত্তি মন্ত্র আমাকে দিয়েছে এক আনন্দের ফোয়ারা। এই মন্ত্র বুঝিয়েছে দুঃখের সময় কিভাবে পাশে থাকতে হয়, জীবনকে কিভাবে উপলক্ষ্মি করতে হয়। হয়তো কিছুই দিতে পারিনি কিন্তু গ্রহণ করেছি অনেক বেশি। এই খণ্ড আজন্ম বয়ে বেড়াতে চাই।

ভাল থেকো আবৃত্তি মন্ত্র,  
ভাল থেকো সব কবিতার মানুষগুলো,  
ভালবাসার কাছের বড় আপন মানুষগুলো।

ওয়াসিমা ইরফাত  
সদস্য, চ.বি. আবৃত্তি মন্ত্র

সেই ২০১২ সালে যখন প্রথম উৎসব করি তখন থেকেই অপেক্ষায় ছিলাম আবার কবে  
উৎসব হবে। কখনো ভাবিনি নিজেই এরকম একটি উৎসবের নেতৃত্ব দিতে পারব।  
সফল উৎসব হয়েছে কিনা জানিনা, তবে আমি সন্তুষ্ট। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আবৃত্তি  
মধ্যের সকল সদস্যের প্রতি এবং সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞতা আবৃত্তি মধ্যের উপরেষ্ঠী  
মাসুম আহমেদ স্যারের প্রতি।

জয় হোক কবিতার,  
জয় হোক চ.বি. আবৃত্তি মধ্যের।

রিয়াজুল কবির  
সভাপতি  
চ.বি. আবৃত্তি মধ্য।

“কবিকে (হেলাল হাফিজ) দেয়া সম্মাননা উৎসবে আমাদের উন্মাদনা”

সব মিলিয়ে অসাধারণ।

গুরুকামনা মধ্যের জন্য।

তানিজ ফাহিমা  
সদস্য, চ.বি. আবৃত্তি মধ্য

আমি সবার ছোট কিন্তু ভালবাসা পাই সবার চেয়ে বেশি। এটাই আমার সবচেয়ে বড়  
পাওয়া। সবার ভাল থাকাই আমার কামনা।

ফরহাদ হাসান  
বিংশ আবর্তন  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মধ্য

আবৃত্তি মধ্য আমার ভাস্তি জীবনের দুই বছরের মাঝায় একটি শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। সকল  
ভাইবোনদের এত ভালবাসা, স্নেহ, সবমিলিয়ে অসাধারণ ছিল। মধ্যে যোগ হওয়ার  
সাথে সাথে উৎসব, এটা আমার বিংশ আবর্তনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। ভীষণ ব্যন্ততায়  
রিহার্সেল করে আমাদের মধ্যে পরিবেশনা, তাও আবার প্রথম দিনেই প্রিয় কবি হেলাল  
হাফিজের সামনে। ভীষণ খুশি ও সেরা অনুভূতি। শুভ কামনা আবৃত্তি মধ্যের জন্য।  
আগামী দিন গুলো মধ্যের জন্য শ্রম দিয়ে যেতে চাই।

প্রাণী ঘোষ  
বিংশ আবর্তন  
চ.বি. আবৃত্তি মধ্য।

তুমি হঠাতে এসেছিলে সবচুক্র প্রাপ্তি আর ভালবাসা নিয়ে। হয়তো কিছু ছিল না তোমার  
দেওয়ার মতো, শব্দরাও অপর্যাপ্ত, সত্যি বড় সীমিত তবু যেন ভুলে যেও না। আমি  
এই দুর্লভ লাভে ধন্য।

হুমায়রা তাজরিন  
বিংশ আবর্তন  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মধ্য

“চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মধ্য” ভালবাসার একটি নাম, ভালোলাগার একটি  
যায়গা। আর “অষ্টম আবৃত্তি উৎসব”- মধ্যে থাকাকালীন আমার প্রথম উৎসব এবং  
বেধ করি শেষ উৎসব। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি একটি আবৃত্তি উৎসবে শুরু  
থেকে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারার জন্য। উৎসব আসলেই বোৱা যায় সিনিয়রদের  
ভালবাসা, অবদান আর জুনিয়রদের অনেক ত্যাগ কীকার। কতটা সময়, পরিশ্রম  
ত্যগের মানুষিকতা নিয়ে সম্পন্ন হয় এই আবৃত্তি উৎসব। আর সবসময় ছায়া হয়ে  
আছেনই শ্রদ্ধেয় মাসুম আহমেদ স্যার। আমি কতচুক্র দিতে পেরেছি জানিনা, কিন্তু  
ছেট, বড় সবাই মিলে এই উৎসবকে সফল করার জন্য যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন,  
সেজন্য সবার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ, অশেষ ধন্যবাদ ও ভালবাসা থাকবে সবসময়।  
অনুজ যারা আসবে সবাই ভালবেসেই মধ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই কামনা  
সবসময়।

জয় হোক কবিতার, রোধ হোক জঙ্গিবাদ,  
জয় হোক চ.বি. আবৃত্তি মধ্য'র।

জেবুন নাহার শারমিন  
সাধারণ সম্পাদক  
চ.বি. আবৃত্তি মধ্য  
এবং সবসময়ের জন্য একজন গর্বিত সদস্য।

প্রীতি ও ভালবাসার বকলে যবে মিলি সংগঠনে, প্রশংস্তি এসে দাঁড়ায় তখন মোর ক্ষুদ্র  
জীবনে। অনেক ভালবাসি প্রিয় সংগঠনকে।

আমির ফারাবি  
সদস্য, চ.বি. আবৃত্তি মধ্য

## উৎসব.. উৎসব.. উৎসব...

মঞ্চ-এ আসার পর থেকেই শুধু উৎসবের রূপ লাভণ্য আর আনন্দ উচ্ছলতার গভীর শৈলেছি সিনিয়রদের কাছে। তাই স্বভাবতই মনটা সর্বদা “উৎসব উৎসুক” হয়ে রইত।  
অষ্টম আবৃত্তি উৎসব ২০১৭’র অংশ হতে পেরে আমি গবিত, আনন্দিত, আপ্সুত।  
কালি ও কলমের রঙ আমার পায়ে হাতেও কাপড়ে লেগেছে; মনে লেগেছে তারচে’  
চের বেশি।

ভাল থাকুক প্রিয়রা, ভাল থাকুক প্রিয় মঞ্চ!

## মাসুম বিজ্ঞান আরিফ

সদস্য, চ.বি. আবৃত্তি মঞ্চ  
অষ্টম আবৃত্তি উৎসব ২০১৭

উৎসব মানেই আনন্দ, অভিজ্ঞতা। নতুনের পথে এগিয়ে যাওয়া সাথে থাকতে চাই  
বাকি যত উৎসব হবে, তত গুলোতে। সবার জন্য ভালবাসা সুন্দর একটি উৎসব  
উপহার দেওয়ার জন্য।

## হাসনা বিনতে নাহার (তুলি)

সদস্য, চ.বি. আবৃত্তি মঞ্চ পরিবার

প্রিয় আবৃত্তি মঞ্চ,  
তোমাকে যা দিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু তুমি আমাকে করেছ দান।  
ভালবাসা আজীবন।

## সৈয়দা নাইমা ইয়াসমিন

অর্থ সম্পাদক  
চ.বি. আবৃত্তি মঞ্চ

জীবনের যে দিনগুলো এখন অক্ষি সুন্দরতম, অষ্টম আবৃত্তি উৎসবের দিনদু’টি  
নিঃসন্দেহে থাকবে তারও পরের সারিতে। আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অন্যতম  
পরম পাওয়া এই পরিবার। উৎসবের এই স্মৃতি তাই মন বইতে লেখা থাকবে  
আজীবন।

## দীপ্তি বিশ্বাস

বিংশ আবর্তন  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ

## কর্মশালা

বাংলা পৃথিবীর সম্মত এবং সুন্দরতম ভাষা গুলোর একটি। রঙের বিনিময়ে একটি  
ভাষার রাষ্ট্রভাষা হওয়া বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। সেই বিরল সম্মানের অধিকারী  
আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা।

শুন্দি বাংলায় কথা বলতে না পারায় আসলে দোষের কিছু নেই। কিন্তু ইচ্ছাকৃত  
ভাবে বিকৃত বাংলা বলা, ইংরেজি-বাংলা মেশানো কিংবা ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার  
সংস্কৃতি ইদানীং বেশ প্রকট আকার ধারণ করেছে। এমনকি কর্মসূক্ষে আজকাল  
ইংরেজি কায়দায় ও ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে কথা বলার চল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলা  
ভাষা ঠিক এ কারণেই আজ বিকৃতির শিকার।

ভাষায় আধুনিকতার প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। তবে শুন্দি বাংলার ব্যবহার ও  
চর্চা সম্পর্কে সচেতনতা ও প্রচেষ্টা থাকা খুব জরুরি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
যেমনটি বলেছেন, ‘আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তারপর ইংরেজি শিক্ষার পতন।’  
তাই বাংলায় উচ্চারণ হোক শুন্দি। চর্চা হোক শুন্দি বাংলার, শুন্দি উচ্চারণে।

ভাষা বিকৃতির এই ভয়াবহতা রোধে দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে নিরন্তর কাজ  
করে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ। প্রমিত বাংলা ভাষা শিক্ষা ও চর্চাকে  
বেগবান করার লক্ষ্যে প্রতি বছর আয়োজন করে চলেছে ‘প্রমিত উচ্চারণ, উপস্থাপনা  
ও আবৃত্তি কর্মশালা’।

২০০০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রথম আবর্তন আয়োজনের মধ্য  
দিয়ে যাত্রা শুরু হয় এই পথ চলার। ‘শাশ্বত সুন্দরের অনিবার্য অভ্যাসান কবিতা’  
শিরোনামকে ধারণ করে পরবর্তী আঠারো বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ  
আয়োজন করেছে আরও একুশটি কর্মশালার। ২০১৯ সালে সাফল্যের সঙ্গে আমরা  
শেষ করেছি আমাদের দ্বিতীয় কর্মশালা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ কর্তৃক আয়োজিত এ কর্মশালা বাংলাদেশে  
চলমান সবচেয়ে বৃহৎ আবৃত্তি কর্মশালাগুলোর মধ্যে একটি। প্রতিটি আবর্তনেই এতে  
অংশ নেন দেড় থেকে দুশো-এর অধিক প্রশিক্ষণার্থী।

আসন সীমিত থাকায় প্রতিবছর আরও অনুরূপ সংখ্যক অগ্রহী শিক্ষার্থীকে ভর্তি  
নেয়া সম্ভব হয় না।

কর্মশালার এই ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত আয়োজিত বাইশটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন প্রায় পাঁচ হাজার প্রশিক্ষণার্থী। আর প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে যে কেবল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছেন তা কিন্তু নয়, চট্টগ্রামের নানা অঞ্চল থেকেই প্রশিক্ষণার্থীরা ছুটে আসছেন এতে অংশ নিতে। দিনদিন সে ধারা যে আরও বাঢ়ছে তা বলাবাহুল্য।

এই কর্মশালার একটি উল্লেখযোগ্য দিক প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত বইটি। ‘আবর্তন’ নামের বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৫ সালে। এটির পুনরুৎপন্ন করা হয়েছে ২০১৯ সালে।

অষ্টাদশ আবর্তন থেকে কর্মশালায় আগত প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গী এটি। বাংলা ভাষার উচ্চারণে দক্ষতা বৃদ্ধি ও আবৃত্তি চর্চায় এটিকে বলা যায় একটি উৎকৃষ্ট ‘রোডম্যাপ।’ এতে অনুসরণ করা হয়েছে বাংলা একাডেমি প্রণিত উচ্চারণের নিয়ম। আবৃত্তি অনুশীলন, আবৃত্তির নির্মাণ, ছন্দ, ব্যায়াম এবং বাছাই করা কবিতা লিপিবদ্ধ হয়েছে এতে। নবীন চর্চাকারীদের জন্য তাই এই বইটি একটি পরিপূর্ণ ‘প্যাকেজ’ বলা চলে।

দুই মাস মেয়াদী এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে ক্লাস নেন খ্যাতিমান সব ব্যক্তিত্ব এবং শক্তিমান শিক্ষকেরা। প্রতিবারই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আবৃত্তি মঞ্চ চেষ্টা করে প্রশিক্ষণার্থীদের ভালো কিছু উপহার দেবার। সে লক্ষ্যে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষকেরা উপস্থিত হন নানান বিষয়ে ক্লাস নেয়ার জন্যে।

প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে কর্মশালা চলাকালীন নির্বাচিত কার্যকরী সদস্যেরা কাজ করে থাকেন মেন্টর হিসেবে। এতে করে প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থীই যথাযথ পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকেন।

প্রায় উনিশ বছর ধরে চলে আসা এ কর্মশালা বর্তমানে কেবল মাত্র কর্মশালার গভীরতেই আবক্ষ নেই। পরিণত হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঐতিহ্যে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ আশা রাখে দেশের প্রতিটি তরঙ্গের মাঝে একদিন ধ্বনিত হবে শুক উচ্চারণে বাংলা বলার তাড়না। জাতি হিসেবে বাংলা ভাষার প্রতি যে ঋণ আমরা বয়ে চলেছি প্রতিনিয়ত এটি হতে পারে তার সামান্যতম প্রতিদান। তাই বাংলা হোক শুন্দি, উচ্চারণ হোক স্বতঃস্ফূর্ত। আর সে লক্ষ্যকে পুঁজি করেই আমাদের এগিয়ে চলা।

## একক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চের প্রায় পুরো বছর ব্যাপীই থাকে আবৃত্তি সংবলিত নানা আয়োজন। আর বার্ষিক আয়োজনগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা- ‘পলাশ ছোঁয়া শব্দবাদের খোঁজে।’

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ প্রথম বারের মতো একক আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ২০০৭ সালে। নানা কারণে এরপর প্রায় দশ বছর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা আর সম্ভব হয়নি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চের অষ্টম কাউন্সিলের হাত ধরে এই একক আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুনর্বাচা শুরু হয় ২০১৭ সালে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ এবং সর্বশেষ ২০১৯ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চলের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নরত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে আয়োজিত হয়েছে এ প্রতিযোগিতার চতুর্থ কিন্তি।

২০১৭ সাল থেকে প্রতিযোগিতাটি আয়োজিত হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আবৃত্তি মঞ্চের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত শ্রাবণী সেন শাওন স্মরণে।

কবি ও অধ্যাপক বাবা নিতাই সেন এবং শিক্ষিকা মা রানী সেনের তিন সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শাওনের জন্য ১৯৮১ সালের ১ আগস্ট, চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির রাঙামাটিয়ায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া শাওন মৃত্যুবরণ করেন ২০০৭ সালের ২০ নভেম্বর।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ বিশ্বাস করে কবিতা কেবল মাত্র ছাপার অক্ষরে বন্দি হয়ে থাকা কিছু অক্ষর নয়। কবিতার ব্যাপ্তি ছাপার অক্ষরের চেয়েও বেশি কিছু। এ বিশ্বাসকে ধারণ করেই আমাদের উপলক্ষ্মি কবিতা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু মানুষের মধ্যেই শুধু বাঁচে না, কবিতা আসলে সর্ব সাধারণের।

আবৃত্তি চর্চার মধ্য দিয়ে প্রমিত বাংলা ভাষা ও কবিতাকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমরা চাই আমাদের আগামীর আয়োজন ছাড়িয়ে যাক আগেকার সব প্রতিযোগিতাকে। আমরা প্রত্যাশা করি সামনের বছর গুলোতে এই প্রতিযোগিতা চট্টগ্রামের গতি পেরিয়ে ছাড়িয়ে পড়বে পুরো দেশে। বাড়বে প্রতিযোগিতার বিভাগ এবং বিষয় বৈচিত্র্য।

এ লক্ষ্যে আসছে বছরে আমরা পরিকল্পনা নিচ্ছি আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আয়োজনের। আর এর মাধ্যমে দেশের স্নাতক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবৃত্তির চর্চার বোধ জাগিয়ে তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

## কবি ও কবিতা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ সারাবছর আয়োজন করে থাকে বিভিন্ন আবৃত্তি অনুষ্ঠানের। তন্মধ্যে একটি নিয়মিত আয়োজন ‘কবি ও কবিতা’।

এই আয়োজন কে ঠিক অনুষ্ঠান বলতে আমরা রাজি নই। কারণ এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য আমাদের কার্যকরী সদস্যদের আবৃত্তি এবং উপস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধন।

কাজেই এ আয়োজনটি আসলে ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আদলে আমাদের চর্চার একটি শক্তিশালী জায়গা।

‘কবি ও কবিতা’ এর শুরুটা ২০১৭ সালে। এরপর হাঁটি হাঁটি পা পা করে সম্প্রতি আমরা আয়োজন করেছি এর ৩২ তম পর্বের।

২৫ তম পর্বটি আয়োজিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গার মিলনায়তনে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে।

প্রতিমাসেই আমাদের চেষ্টা থাকে অন্ততগুলি দুটি করে পর্ব আয়োজনের। প্রতিপর্বে নির্দিষ্ট কোন কবির কবিতাকে বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। বিশেষ পর্বগুলোতে স্বাধীনতা থাকে বিষয়বস্তু ও বিভাগে বৈচিত্র্য আনয়নের। একক, দ্বৈত, ত্রয়ী এবং যেকোন প্রযোজন এ চর্চায় পরিবেশিত হয়।

সদস্যদের আবৃত্তির নির্মাণ, উপস্থাপনার চর্চা এবং মঞ্চ ভীতি কাটাতে এ আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা শতভাগ। আবৃত্তিতে দখল বৃদ্ধির এই চর্চা আমাদের বাংলা উচ্চারণকে করছে শাগিত। আর আবৃত্তিতে সাহস যুগিয়ে যাচ্ছে নিয়তই।

আমরা আশাবাদী এ চর্চার শততম পর্ব হয়তো আয়োজিত হবে খুব শিগগির।

## পড়ুয়া

উন্নত মানস গঠনে ব্যাপক পড়া-শোনার কোন বিকল্প নেই।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যেই বইপড়ার অভ্যাস রয়েছে। সবার ব্যক্তিগত এই পঠনপ্রিয়তাকে পূর্জি করে নবম কাউলিলের উদ্যোগে আমাদের সংগঠন চালু করেছে নিয়মিত পঠন কর্মসূচি- “পড়ুয়া”।

সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম ও বিভিন্ন মতবাদ সহ জ্ঞানের সকল শাখার বই আমাদের সদস্যরা পাঠ করে থাকে এই কর্মসূচির মাধ্যমে।

নদিত কথা সাহিত্যিক হৃষামুন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস “জোছনা ও জননীর গল্প” বইটি পাঠের মধ্য দিয়ে আমাদের “পড়ুয়া”র যাত্রা শুরু হয়।

## বৈঠক

বিজ্ঞজনের সাহচর্য জ্ঞান লাভের কার্যকর একটি মাধ্যম। কারণ এতে বাস্তব জ্ঞান অর্জিত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ নিজ সদস্যদের মুক্তজ্ঞান চর্চা ও বৃদ্ধি বৃত্তিক সক্ষমতা বাড়াতে ২০১৯ সালের মাঝামাঝিতে চালু করেছে নিয়মিত মুক্তজ্ঞান চর্চার আসর - “বৈঠক”।

এর প্রতিটি পর্ব সাজলো হয় নির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক। এবং প্রত্যেক পর্বে আলোচক ও প্রশিক্ষক হিসেবে আমাদের সাথে থাকেন একজন বোন্দাজন।

দর্শন বিভাগের শিক্ষক মাছুম আহমেদের জ্ঞানগর্ড আলোচনা ও প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে পড়ুয়ার শুভ যাত্রা শুরু হয়।



## চবি আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা : এক নজরে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চের প্রতিটি উৎসবেই  
“চবি আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা”

প্রদান করা হয় শিল্প-সাহিত্য জগতের গুণিজনদের।  
এ পর্যন্ত এই সম্মাননা গ্রহণকারী বরেণ্য ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত তুলে ধরা হলো-



রুমা চৌধুরী

বাংলাদেশের স্থায়ীন্তা যুদ্ধে নির্যাতিত একজন বীরাঙ্গনা। ১৯৭১ সালের ১৩ মে তোরে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে নিজ বাড়িতে নির্যাতনের শিকার হন। সন্ত্রম হারানোর পর পাকিস্তানি দোসরদের হাত থেকে পালিয়ে পুরুরে নেমে আত্মরক্ষা করেছিলেন। হানাদাররা গান পাউডার লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয় তাঁর ঘরবাড়িসহ যাবতীয় সহায়-সম্পদ। তিনি তার উপর নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে রচনা করেন ‘একান্তরের জননী’ নামক গ্রন্থ।

জন্ম : ১৪ অক্টোবর ১৯৪১ (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ)

মৃত্যু : ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ (বয়স ৭৬) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

শিক্ষা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (মাতকোত্তর)

পেশা : শিক্ষিকা, লেখিকা।

### উল্লেখযোগ্য ইছু

একান্তরের জননী

১০০১ দিন যাপনের পদ্ধতি

আগুন রাঙ্গা আগুন বারা অশ্ব ভেজা একটি দিন

ভাব বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথ

অধিয়বচন

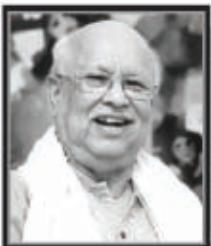
হীরকাঙ্গুলীয়

লাখ টাকা

### উল্লেখযোগ্য পুরস্কার

বেগম রোকেয়া পদক, ২০১৮ (মরণোত্তর)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা, ২০০৮



মাহবুব উল আলম চৌধুরী

একজন কবি, সাংবাদিক এবং ভাষা সৈনিক। তিনি একুশের প্রথম কবিতার কবি। মাহবুব উল আলম চৌধুরী ১৯৪৭ সালে গহিনা হাইকুল হতে বৃত্তিশহ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর কলেজ পরিদর্শনে এসে ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতা প্রদান কালে আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের পক্ষে মতান্তর ব্যক্ত করলে তিনি প্রতিবাদে সোচার হন এবং শেষ পর্যন্ত লেখাগড়া অসমান্ত রেখেই কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন। মাহবুব উল আলম চৌধুরী গান, নাচ, নাটক, আবৃত্তি সবখানেই ছিলেন উদ্যোগী ও সংগঠক। তিনি গান লিখে গেয়েছেনও। চট্টগ্রামের প্রাতিক নব নাট্যসংঘ ও কৃষি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী। তিনি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত মাসিক ‘সীমান্ত’ (১৯৪৭-৫২) এবং দৈনিক স্বাধীনতা (১৯৭২-৮২) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

জন্ম : ৭ই নভেম্বর, ১৯২৭ (রাউজান, চট্টগ্রাম)

মৃত্যু : ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৭ (ইউনাইটেড হাসপাতাল, গুলশান, ঢাকা)

পেশা : কবি, সাহিত্যিক, বৃক্ষজীবী

#### উল্লেখযোগ্য রচনাবলী

কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি (১৯৮৮)

গণতান্ত্রিক বৈরতত্ত্ব, বৈরতান্ত্রিক গণতত্ত্ব (২০০৬)

আগামীকাল (১৯৫৩)

#### উল্লেখযোগ্য পুরস্কার :

মুক্তিযুদ্ধ জাতীয় পুরস্কার, ২০০৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা, ২০০৫

শ্বেতজ্বর পদক, ২০০৬

মরণোত্তর একুশে পদক, ২০০৯



ড. মিনিলক্ষ্মী মজুমদার

ভাষাবিজ্ঞানী ড. মিনিলক্ষ্মী মজুমদার একজন লেখক ও শিক্ষাবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৬০ সালে স্নাতক এবং ১৯৬১ সালে স্নাতকোত্তর পাশ করেন। ভাষাবিজ্ঞানে পিএইচডি করেন ভারতের মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ঢাকার জীবন শুরু আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর (১৯৬১-৬২) দিয়ে। পরে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ ও বিশ্বাল বি এম কলেজে ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৮ সালে ঘোগ্নান করেন। নজরুল ইলাস্টিউট, ঢাকা-এর ১৯৯১ থেমে ১৯৯৩ পর্যন্ত নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের ডিন এবং সোহরাওয়ার্দী হল-এর প্রাধ্যাপক।

ফেলো ছিলেন SOAS, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়(১৯৯০)

আজীবন সদস্য Phonetical Society England, linguistic Society of India, International Dravidian Linguistic society, Asiatic society of Bangladesh.

জন্ম : ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০, আদিয়াবাদ, রায়পুরা, নরসিংহদী।

পেশা : শিক্ষকতা ও লেখক।

#### উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ

ভাষা সমস্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

নুরজাহান ও শাজাহান (সম্পাদনা ১৯৬৯)

পুরুষ পরম্পরা (ছেটগঞ্জ ১৯৭০)

বাংলাদেশ ও লোক সংস্কৃতি সম্পর্ক (১৯৪৭-৭১, প্রকাশ ১৯৮২, বাংলা একাডেমি)

ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন (১৯৮৫, বাংলা একাডেমি)

নবাব ফরহজুল্লেস্বা (১৯৮৮, বাংলা একাডেমি)

নিমপাতা তৈ তৈ (ছড়া ১৯৯০, শিশু একাডেমি)

studies in the Bangla language (১৯৯১)

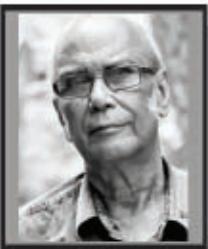
চট্টগ্রামে নজরুল (সম্পাদনা ১৯৯২, নজরুল ইলাস্টিউট প্রকাশ)

উপভাষার চর্চার ভূমিকা (১৯৯৩, বাংলা একাডেমি)

শাজাহান (১৯৯৪ বাংলা একাডেমি)

#### পুরস্কার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা, ২০০৬



সৈয়দ শামসুল হক

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সক্রিয় একজন প্রখ্যাত বাংলাদেশি সাহিত্যিক। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, অনুবাদ তথা সাহিত্যের সকল শাখায় সাবলীল পদচারণার জন্য তাকে ‘সব্যসাচী লেখক’ বলা হয়। তার লেখক জীবন প্রায় ৬২ বছর ব্যাপী বিস্তৃত। সৈয়দ শামসুল হক মাত্র ২৯ বছর বয়সে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। বাংলা একাডেমি পুরস্কার পাওয়া সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে কম বয়সে এ পুরস্কার লাভ করেছেন। এছাড়া বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান একুশে পদক এবং ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন।।

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫, কুড়িগ্রাম।

মৃত্যু : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ (বয়স ৮০) ইউনাইটেড হাসপাতাল, ঢাকা।

পেশা : কবি, গীতিকার, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার এবং অনুবাদক।

শিক্ষা : স্নাতক (ইংরেজি বিভাগ-অসমাঙ্গ)।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উল্লেখযোগ্য রচনাবলি

নিয়ন্ত্রিত লোকান

খেলারাম খেলে যা

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

নুরলদীনের সারাজীবন

উল্লেখযোগ্য পুরস্কার

বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৬)

একুশে পদক (১৯৮৪)

স্বাধীনতা পুরস্কার (২০০০)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা, ২০০৯



ড. অনুপম সেন

ড. অনুপম সেন একজন বাংলাদেশি সমাজবিজ্ঞানী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘দি স্টেট, ইনডাস্ট্রিলাইজেশন এন্ড ক্লাস ফরমেশনস ইন ইন্ডিয়া’ এ বিষয়ে ১৯৭৯ সালে পিএইচ.ডি. ডিপ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে এই গ্রন্থটি ১৯৮২ সালে যুক্তরাজ্যের প্রসিদ্ধ প্রকাশক ‘রাউটলেজ’ কর্তৃক প্রকাশিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসহ বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ইত্যাদি বিষয়ের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৬৫ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সে অনুপম সেনের কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৬৫ সালের মার্চে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বর্তমান বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বা বুরোট) সমাজতন্ত্র ও রাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

ড. সেনের তত্ত্বাবধানে সাতজন গবেষক বিভিন্ন বিষয়ে পিএইচডি ডিপ্রি অর্জন করেছেন। এছাড়াও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি পিএইচডি গবেষণা কর্মের পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এখনও তাঁর তত্ত্বাবধানে বেশ কিছু গবেষণাকর্ম পরিচালিত হচ্ছে।

ড. অনুপম সেন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন। তিনি ১৯৮৪-৮৫ এবং ২০০০-২০০১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং ১৯৮৪-৮৫ সালে বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভূত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি-ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ ২০০৬ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন।

জন্ম : ৫ আগস্ট ১৯৪০, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

পড়াশোনা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পেশা : সমাজবিজ্ঞানী।

## উজ্জ্বলখোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম

দি পলিটিক্যাল ইথিকস্ অব পাকিস্তান : দেয়ার কল ইন পাকিস্তানস ডিসইন্টিগ্রেশন,  
(The Political Elites of Pakistan : Their Role in Pakistan's Disintegration)  
(১৯৮২)

বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সমাজ

ব্যক্তি ও রাষ্ট্র: সমাজ-বিন্যাস ও সমাজ-দর্শনের আলোকে

আন্দি-অন্ত বাঙালি : বাঙালি সভার ভূত-ভবিষ্যৎ (২০১১)

বাংলাদেশ : ভাবাদর্শনগত ভিত্তি ও মুক্তির স্থপ (২০১১)

কবি-সমালোচক শশাঙ্ক মোহন সেন (২০১৩)

বাংলাদেশ ও বাঙালি : রেনেসাঁস (২০০২)

স্বাধীনতা-চিন্তা ও আত্মানুসর্কান (২০১১)

বাঙালি-মনন, বাঙালি-সংস্কৃতি : সাতটি বক্তৃতা (২০১৪)

## উজ্জ্বলখোগ্য পুরস্কার

জাহানারা ইমাম স্মারক পদক ২০১০

ইউনাইটেড নেশনস ডে অ্যাওয়ার্ড ২০০২

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্চবী কমিশন পদক ২০০৭

অবসর সাহিত্য পুরস্কার ২০০৭

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা, ২০১১

রাহে ভান্ডার এনোবল এওয়ার্ড ২০১৬ (শিক্ষাবিদ হিসেবে)

একুশে পদক ২০১৪



বেগম মুশতারী শফী

বেগম মুশতারী শফী একজন মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ জায়া এবং শহীদ ভগী। ১৯৩৯ সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ‘মুকুলের মাহফিল’ এ ছোটগল্প লেখার মধ্য দিয়ে তার লেখালেখির সূচনা। তাঁর লেখায় প্রেম-ভালবাসা যতটা না ফুটে ওঠে তার চেয়ে তিনি মানুষের চোখের সামনে গভীর সংবেদনে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন সমাজের বীভৎস সত্য। এর বড় কারণ হচ্ছে মানবজমিন এর অন্তর্দেশে তার প্রোজেক্ট বিচরণ, এবং এ দেশের প্রতি ইঙ্গ মাটির প্রতি তার দায়বদ্ধতা। এতসব কিছু ছাপিয়ে আরো যে বড় পরিচয় রয়েছে তা হচ্ছে তিনি একান্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী একজন শীর্ষ ব্যক্তিত্ব। বলা যায় বেগম মুশতারী শফী নিজেই একটি আন্দোলনের নাম।

এছাড়াও যাটের দশকের প্রথম ভাগে নারীমুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্যে নিজ উদ্যোগে তিনি ‘বান্ধবী সংঘ’ নামে চট্টগ্রামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সংঘের মুখ্যপাত্র হিসেবে ১৯৬৪ সাল থেকে ‘মাসিক বান্ধবী’ পত্রিকাটি টানা ১০ বছর সম্পাদনা করেন। এবং ১৯৬৯ সালে সম্পূর্ণ মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত ‘বান্ধবী’র নিজস্ব ছাপাখানা ‘মেয়েদের প্রেস’ প্রতিষ্ঠা করেন। যেটি ১৯৭১ সালে পাক হানাদাররা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। সেই সঙ্গে তিনি হারান স্বামী ডা. মোহাম্মদ শফী এবং বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া একমাত্র ছোট ভাই এহসান কে।

জন্ম : ১৫ জানুয়ারি, ১৯৩৮ (গেরদা, ফরিদপুর)

প্রকাশিত গ্রন্থ

মুক্তিযুদ্ধের গল্প

একুশের গল্প

দুটি নারী ও একটি যুদ্ধ

স্বাধীনতা আমার রক্তবরা দিন

নারী বলো- আমরাও মানুষ

বিপর্যস্ত জীবন

মুক্তার মুক্তি

একদিন এবং অনেকগুলো দিন

চিঠি জাহানারা ইমামকে

মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী  
আমি সুন্দরের পিয়াসী  
অকাল বোধন  
Days of My Bleeding Heart  
এছাড়া জাতীয় ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর অসংখ্য প্রবন্ধ ও নিবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অঙ্গস্থিত  
অবস্থাই ছড়িয়ে আছে।

পেশা : সাহিত্যিক ও সংগঠক।

উল্লেখযোগ্য পুরস্কার:  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা, ২০১২  
অনন্য সাহিত্য পুরস্কার, ২০১৭



হেলাল হাসিজ

বাংলাদেশের একজন আধুনিক কবি যিনি শ্বলপ্রজ্ঞ হলেও বিশ্ব শতাব্দীর শেষাংশে  
বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর কবিতা সংকলন 'যে জলে আগুন জ্বলে' ১৯৮৬  
সালে প্রকাশিত হওয়ার পর এর অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ২৬ বছর পর  
২০১২ সালে আসে তার দ্বিতীয় কাব্যচন্দ্র 'কবিতা একান্তর'। তাঁর অন্যতম জনপ্রিয়  
কবিতা 'নিবন্ধ সম্পাদকীয়'। এ কবিতার দুটি পংক্তি “এখন ঘৌবন যার মিছিলে  
যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়, এখন ঘৌবন যার যুক্তে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়” বাংলাদেশের  
কবিতামোদী ও সাধারণ পাঠকের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি সাংবাদিক ও  
সাহিত্য সম্পাদক হিসাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কাজ করেছেন।

জন্ম : ৭ অক্টোবর ১৯৪৮ (বয়স ৭০) নেত্রকোণা, বাংলাদেশ

পেশা : কবি, সাংবাদিক

উল্লেখযোগ্য রচনাবলী  
যে জলে আগুন জ্বলে  
কবিতা একান্তর

উল্লেখযোগ্য পুরস্কার  
আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা, ২০১৭  
বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ২০১৩



সেলিনা হোসেন

সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও উপন্যাসিক। নব্দিত এই কথা শিল্পীর জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৪ জুন রাজশাহীতে।

তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টি ও সংকটের সামগ্রিকতা। বাঙালির অহংকার ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। শিশুদের মনোজগতেও ছিল তাঁর দারুণ দখল। তাই শিশুদের নিয়েও তিনি প্রচুর গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাস ইংরেজি, বৰ্ষ এবং কানাডীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান হিসেবে দুই বছরের জন্য নিয়োগ পান তিনি।

মহান ভাষা আন্দোলনের দুবছর পর বগুড়ার লতিফপুর প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন বালিকা সেলিনা। ১৯৫৯ সালে রাজশাহীর নাথ গালৰ্স স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন তিনি। সেখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৬২ সালে। পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে রাজশাহী মহিলা কলেজে ভর্তি হন তিনি। কলেজজীবন শেষ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে ভর্তি হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার জীবনে যুক্ত হল নিবিড় সাংস্কৃতিক ও গভীর রাজনৈতিক অধ্যায়। ১৯৬৭ সালে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পাঞ্চাব যাওয়ার কথা থাকলেও অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার কারণে যাওয়া হয়নি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বিএ অনার্স পাশ করেন ১৯৬৭ সালে। এমএ পাশ করেন ১৯৬৮ সালে।

সেলিনা হোসেনের কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমির গবেষণা সহকারী হিসেবে। তিনি ১৯৬৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে চাকরি পাওয়ার আগ পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকার উপসম্পাদকীয়তে নিয়মিত লিখতেন। কর্মরত অবস্থায় তিনি বাংলা একাডেমির ‘অভিধান প্রকল্প’, ‘বিজ্ঞান বিশ্বকৌম প্রকল্প’, বিখ্যাত লেখকদের রচনাবলী প্রকাশ, ‘লেখক অভিধান’, ‘চরিতাভিধান’ এবং ‘একশত এক সিরিজ’-এর প্রস্তুতিলো প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ‘ধান শালিকের দেশ’ পত্রিকা সম্পাদন করেন। তিনি ১৯৯৭ সালে বাংলা একাডেমির প্রথম মহিলা পরিচালক হন। ২০০৪ সালের ১৪ জুন চাকরি থেকে অবসর নেন।

প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘উৎস থেকে নিরস্তর’ প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। তাঁর মোট উপন্যাসের সংখ্যা ২১টি, গল্প অস্তু ৭টি এবং প্রকাশ অস্তু ৪টি।



চবি আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা ২০১৯  
সেলিনা হোসেন

## উল্লেখযোগ্য অস্ত

- উপন্যাস
- উত্তর সারাধি (১৯৭১)
- জ্যোত্ত্বায় সূর্যজ্বালা (১৯৭৩)
- হাঙর নদী প্রেনেড (১৯৭৬)
- নীল মহুরের ঘোবন (১৯৮২)
- পদশব্দ (১৯৮২)
- চাঁদবেনে (১৯৮৪)
- পোকা মাকড়ের ঘরবসতি (১৯৮৬)
- আগবিক আঁধার (২০০৩)
- আগষ্টের একরাত (২০১৩)
- দিনকালের কাঠখড় ২০১৫)

## গল্প

- উৎস থেকে নিরন্তর (১৯৬৯)
- মতিজানের মেয়েরা (১৯৯৫)
- একালের পাঞ্চাবুড়ি (২০০২)
- অবেলার দিনক্ষণ (২০০৯)
- মৃত্যুর নীলপর্ণ (২০১৫)
- শিশু-কিশোর সাহিত্য
- বাংলা একাডেমি গল্পে বর্ষমালা(১৯৯৪)
- কাকতাড়ুয়া (১৯৯৬)
- যথন বৃষ্টি নামে (২০০২)
- বায়াঝো থেকে একান্তর (২০০৬)
- চাঁদের বুড়ির পাঞ্চা ইলিশ (২০০৮)
- মুক্তিযোদ্ধারা (২০০৯)
- সোনারতরীর ছোটমণিরা (২০০৯)
- পটুসপুটুসের জন্মদিন (২০১০)
- নীলচূনির বক্স (২০১০)
- কুড়কুড়ির মুক্তিযুক্ত (২০১১)
- ফুলকলি প্রধানমন্ত্রী হবে (২০১১)
- হরতালের ভূতবাবা (২০১৪)

## প্রবন্ধ

- উন্নস্তরের গণ-আন্দোলন (১৯৮৫)
- একান্তরের ঢাকা (১৯৮৯)
- নির্ভয় করো হে (১৯৯৮)
- মুক্ত করো ভয় ( ২০০০)
- শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ (২০১০)

## সম্পাদনা

- নারীর ক্ষমতায়ন : রাজনীতি ও আন্দোলন (যৌথ) (২০০৩)
- ইবসেনের নারী (২০০৬)
- ইবসেনের নাটক ও কবিতা (২০০৬)
- জেন্ডার বিশ্বকোষ (যৌথ) (২০০৬)
- জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ (২০০৯)

## পুরস্কার ও সম্মাননা

২০১৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রিতে ভূষিত করে।

## অন্যান্য পুরস্কার

- ড. মুহম্মদ এনামুল হক স্বর্ণপদক, ১৯৬৯
- বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮০
- আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮১
- কামার মুশতারি স্মৃতি পুরস্কার, ১৯৮৭
- ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯৪
- অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯৪
- ভাষা ও সাহিত্যে একুশে পদক, ২০০৯
- রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার, ২০১০
- শার্ধীনতা পুরস্কার, ২০১৮
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি অঞ্চল সম্মাননা, ২০১৯

## নবম আৰুণি উৎসব কমিটি ২০১৯

উপদেষ্টা : মাহুম আহমেদ

আহ্বায়ক : মাসুম বিল্লাহ আরিফ

সদস্যসচিব : বোৱান উদ্দিন রক্বানী

সম্বয়ক : রফিক আহমেদ সোবহানী

উপ-কমিটি সমূহ

যোগাযোগ

আহ্বায়ক : দীপ্তি বিশ্বাস

সদস্যসচিব : অর্পিতা দত্ত

সদস্য : সজীব তালুকদার

প্রকাশনা

আহ্বায়ক : ফরহাদ হাসান

সদস্যসচিব : আসমাউল মাওয়া আফরিন

সদস্য : আমির হোসেন

প্রচার

আহ্বায়ক : ইমার আহমেদ

সদস্যসচিব : সোহান আল মাফি

সদস্য : মাহবুব এ রহমান

আপ্যায়ন

আহ্বায়ক : শাকিল আহমেদ

সদস্যসচিব : ফারজানা আক্তার মিতু

সদস্য : সুলতানা ইয়াছমিন

## অভ্যর্থনা

আহ্বায়ক : সেঁজুতি বড়ুয়া

সদস্যসচিব : শাকিলা উমে নূর

সদস্য : উমে সালমা নিবুম

## অর্থ

আহ্বায়ক : জামাতুল সাদিয়া পুষ্প

সদস্যসচিব : শাহীনুর আক্তার শাহীন

সদস্য : আসমা আক্তার

## পোশাক-পরিচ্ছদ

আহ্বায়ক : প্রাণী ঘোষ

সদস্যসচিব : ফাতেমা প্রিয়া

সদস্য : সামিয়া ইসরাত দিবা

## মঞ্চ ও আলোকসজ্জা

শাখাওয়াত শিবলী

## অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা

আহ্বায়ক : আল ইমরান

সদস্যসচিব : জুনায়েদ সরকার

সদস্য : ফাতেমা আক্তার

## উপস্থাপনা

রিয়াজুল কবির

জেবুন নাহার শারমিন

শিবা চৌধুরী

সেঁজুতি বড়ুয়া

আল ইমরান

মাসুম বিল্লাহ আরিফ

শাকিলা উমে নূর



କାଳାନ୍ତକ । ୧୩

ଅନୁଷ୍ଠାନସୂଚି

প্রথম দিন

১০:৩০	১২:৩০
শোভাযাজা	শ্রতি : তোভাকাহিনী
১১:০০	রচনা : বৰীস্তুনাথ ঠাকুৰ
উজোধনী অনুষ্ঠান	নির্দেশনা : সেজুতি বড়ুয়া
উজোধক ও আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা	অংশহণে : সেজুতি, ইমরান, বোৱহান দীন, প্ৰাৰ্থী, পুল্প
সেলিলা হোসেন	১:১৫
প্ৰযোজক কথাসাহিত্যিক	বিবিধ আৰ্টস প্ৰিজেক্ট সম্মাননা
প্ৰকাশনাৰ মোড়ক উন্নোচন	১:৩০
জয়ত চট্টোপাধ্যায়	বৃক্ষ আবৃত্তি : পালকিৰ গান
সাংস্কৃতিক বাতিল্ল	কবি : সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত
প্ৰধান অতিথি	অংশহণে : আমিৰ, শাকিল, মাসুদ, মিৱাজ অহল, শাহাদত, অলন্দ্য, মাসফিয়া, পিয়া মনি নাসৱিন, আফৱা, সৃষ্টি, নাইমা, নিশি, আৱজু
প্ৰফেসর ড. শিৱলীলা আৰ্থভাৱ	২:০০
উপচাৰ্য (কল্পিন দায়িত্বাত্মক)	বিবিধ আৰ্টসের প্ৰশিক্ষণৰ্থীদেৱ মাঝে
চট্টগ্ৰাম বিশ্ববিদ্যালয়	সমন্ব বিভৱণ
বিশেষ অতিথি	২:৩০
প্ৰফেসর ড. মো. সেকান্দৰ চৌধুৱী	চৰি আবৃত্তি মঞ্চৰ শিল্পীদেৱ পৰিবেশনা
ডিম, কলা ও মানববিদ্যা অনুষ্ঠান, চৰি	অধোজনা : জয় হেক মানবভাৱ
সভাপতি	২:৪৫
মাছুম আহমেদ	আমৰিক্ত কবিদেৱ কবিতা পাঠ
প্ৰধান উপস্থেটা, চৰি আবৃত্তি মঞ্চ ও	মহীবুল আজিজ, এজাজ ইউসুফী
সহযোগী অধ্যাপক, দৰ্শন বিভাগ, চৰি	বিশ্বভিৎ চৌধুৱী, ওমৰ কায়াসাৰ, হোসাইন কবিৰ হাফিজ রশিদ খান, কাৰমলুল হাসান বাদল
সভাপতি, চৰি আবৃত্তি মঞ্চ ও আৰ্থভাৱক	আশীৰ সেন, ইতুসুক মুহুমদ, তিলাহ চৌধুৱী
৯ম আবৃত্তি উৎসব উদ্বাপন কৰিছি	সেলিলা শেলী, শাহিদ আলোয়াৱ, খালিদ আহসান
উপস্থাপনা	৩:১৫
শারমিল, শিবা, ইমরান, শাকিলা	আমৰিক্ত আবৃত্তিকাৰ
	মিলি চৌধুৱী, ফাৰুক তাহেৰ, মুশৰুম হোসেন মুজাহিদুল ইসলাম, প্ৰশংসন চৌধুৱী
	৩:৪৫
	জয়ত চট্টোপাধ্যায়ৰ পৰিবেশনা

କାଳାନ୍ତକ | ୧୫

**বিজীয় দিন**  
**২৫ জুনই, বৃহস্পতিবার**

১০:৩০	০১:৩০
আশীর্চিন	চ.বি আবৃত্তি মঞ্চ'র শিল্পীদের একক পরিবেশনা
সুকান্ত ভট্টাচার্য, ড. কুষল বড়ুয়া ভালিয়া আহমেদ, মাঝুম আহমেদ ড. প্রকাশ দাশগুপ্ত, সুবীর মহাজন	০২:০০
১১:০০	তরুণ কবিদের কবিতা পাঠ
আমন্ত্রিত সংগঠনের পরিবেশনা অঙ্গন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	স্পন্সর মজুমদার, মনিরুল মনির আজিজ কাজল, মাধব দীপ
১১:২০	আমন্ত্রিত সংগঠনের পরিবেশনা
বৃন্দ আবৃত্তি : বোধন কবি: সুকান্ত ভট্টাচার্য	আকল চৌধুরী, রাশেদ হাসান তত্ত্বালিস তত্ত্ব
নির্দেশনায় : বোরহান উদ্দিন রবুরাণী অংশাবলো : অর্পিতা, শাকিল, বোরহান প্রাদী, দীপ্তি, পুষ্প, শর্মা, ফাতেমা, তিয়া জুনাইদ, পূজা, আফরিন, দিবা, নিরুম হাকিম, সুলতানা, সোহান, শাহীন, সজীব মাহবুব, আসমা, তাহিমা, ফাহিমা	০২:৪৫
১১:৩০	আমন্ত্রিত সংগঠনের পরিবেশনা
উচ্চারক আবৃত্তিকুঞ্জ রঁদেহু	উপস্থাপনা রিয়াজ, মাসুম, সেজুত্তি
১২:০৫	আলোক পরিকল্পনা শাখাওয়াত শিল্পী
এবোজনা : অসংজ্ঞায়িত প্রেম গ্রহণ ও নির্দেশনায় : মাসুম বিল্লাহ আরিফ অংশাবলো : সেজুত্তি, ইমরান, মাসুম প্রাদী, দীপ্তি, পুষ্প, ফরহাদ, নিরুম সুলতানা, সজীব	কৃতজ্ঞতা ভারতীয় সহকারী হাই কমিশন, চট্টগ্রাম খড়িমাটি সুবীর মহাজন নওশাদ চৌধুরী মিটু
১২:৩০	বক্সবক্স, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বোধন আবৃত্তি পরিষদ



কালান্তর | ২০০৯ | সমন্বিত সংখ্যা



কালান্তর | ৭৭

কালান্তর | ২০১১



কালান্তর | ৭৮



Web Solution  
Made Simple

[ThatFatDesigner.com](http://ThatFatDesigner.com)

## OUR SERVICES

### Web Design & Development

- ⦿ Custom website design
- ⦿ WordPress development
- ⦿ Domain and Hosting
- ⦿ Responsive and AMP-compliant Design
- ⦿ Professional UI/UX
- ⦿ Total E-commerce Solution
- ⦿ Complete Website Maintenance
- ⦿ Full Website Audit
- ⦿ Complete Website Security
- ⦿ Website Redesign

### Graphic Design

- ⦿ Logo
- ⦿ Banner
- ⦿ Business Card
- ⦿ Infographic
- ⦿ Brand Identity Design
- ⦿ Presentation
- ⦿ Packaging Design
- ⦿ Sales Page Design
- ⦿ Flyer & Brochure
- ⦿ Rebranding

### Digital Marketing

- ⦿ Search Engine Optimization
- ⦿ Social Media Marketing
- ⦿ Content Marketing
- ⦿ Local SEO
- ⦿ Video Marketing
- ⦿ Email Marketing
- ⦿ Marketing Consultation
- ⦿ Digital Branding Solution
- ⦿ Online Advertising
- ⦿ Market Research & Analysis

Contact Us

01973 225 335  
services@thatfatdesigner.com  
Parabat Center, 472, Sheikh Mujib Road, Agrabad, Chattogram.  
[thatfatdesigner.com](http://thatfatdesigner.com)

[ThatFatDesigner.com](http://ThatFatDesigner.com)

ব্যক্তিক্রম | অনন্য | ভিন্নরূপ বই | খড়িমাটির বই

খড়িমাটি

থেকে

এবার

একচঙ্গ

বই

প্রকাশিত

হচ্ছে

আমরা পাতুলিপিকে গুছিয়ে, সজিয়ে

সুসম্পাদনার মাধ্যমে প্রকাশ করি

[manirulmanir@gmail.com](mailto:manirulmanir@gmail.com), [manir143@yahoo.com](mailto:manir143@yahoo.com)

খড়িমাটি

দেশীক যান্ত্রণ ও ভগ্ন কলা মোবাইল লেইন  
০১৮ ৩৫৫২৫০০২৩২  
+৮৮ ০১৮৮৮৮০০২৩২



কালান্তর | ৭৯

সহযোগিতায়



সত্যমেব জযতे

### Assistant High Commission of India

Chittagong, Bangladesh

ভারতীয় সহকারী হাই কমিশন

চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

কালান্তর | ৮০